এইচ এস সি বাংলা

বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন ▶ ১ দরিদ্র বাবা-মা তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম রাখেন সাজাহান। তাঁদের স্বপ্ন, সাজাহান অনেক বড় হবে। কিন্তু আর্থিক অভাব ও শিক্ষা না থাকায় সাজাহান কিশোর বয়সেই কাজে নেমে পড়ে। পাশের গ্রামের কৃপণ ও ধনী আলম সাহেবের বাড়িতে সাজাহান কাজের লোক হিসেবে নিযুক্ত হয়। প্রতিদিন ঘরে ও বাইরে সমান পরিশ্রম করে সাজাহান। কিন্তু পরিশ্রম অনুযায়ী তার ভাগ্যে খাবার জোটে না। একদিন বাজারের টাকা বাঁচিয়ে সাজাহান লাড্ডু কিনে খায়। কিন্তু টাকার হিসেব দিতে না পারায় আলম সাহেব তাকে নির্দয়ভাবে মারেন। মনে ক্ষোভ নিয়েও সাজাহান সব সহ্য করে, কারণ সে জানে, সে গরিব-অসহায়।

[ঢা.বো.; দি.বো.; সি.বো.; য.বো. ১৮ । প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. বিড়াল কমলাকান্তকে কতদিন উপোস করতে বলেছে? ১

খ. 'চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণ দোষী'— এ কথার তাৎপর্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাজাহান ও 'বিড়াল' রচনার বিড়াল একই বিড়ম্বনার অংশীদার— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার ভাবসত্যের যেন প্রতীকী রূপ— এ মত কতটা গ্রহণযোগ্য? মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিড়াল কমলাকান্তকে তিনদিন উপোস করতে বলেছে।

খ প্রয়োজনাতীত ধন থাকা সত্ত্বেও কৃপণ ধনী ক্ষুধার্তের জন্য খাবার বা সম্পদ বিতরণ করে না বলেই লোকে চুরি করে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের সাথে কমলাকান্তের কাল্পনিক কথোপকথনে চোরের চুরি করার কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, চোর চুরি করে বলে সে দোষী। অথচ ধনীরা প্রয়োজনাতীত ধন থাকা সত্ত্বেও তারা ক্ষুধার্তের প্রতি মুখ তুলে চায় না। তাই চোর চুরি করতে বাধ্য হয়। অতএব, চোরের চেয়েও কৃপণ ধনী বেশি অপরাধী।

গ উদ্দীপকের সাজাহান ও 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের মাঝে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় লেখক কল্পিত বিড়ালের ভাষ্যে বলেছেন, দরিদ্রের চুরি করার কারণ হচ্ছে ধনীর কৃপণতা। সমাজে গরিবেরা বেঁচে থাকার জন্য সামান্য খাবার পর্যন্ত পায় না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য দরিদ্ররা চুরি করলে ধনীরা লাঠি হাতে তাদের মারতে উদ্যত হয়। এই রীতি অনুসরণ করেই কমলাকান্ত বিড়ালকে দুধ চুরির দায়ে লাঠি হাতে মারতে এগিয়ে যায়।

উদ্দীপকে অধিকার বঞ্চিত কিশোর সাজাহানের কথা উঠে এসেছে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে সে পাশের গ্রামের ধনী অথচ কৃপণ আলম সাহেবের বাড়িতে কাজ করে। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করলেও সাজাহানের ভাগ্যে পর্যাপ্ত খাবার জোটে না। বরং বাজারের টাকা বাঁচিয়ে একদিন লাড্ডু কিনে খেলে আলম সাহেব তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করেন। 'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ধনী ব্যক্তির স্বভাবের কারণেই দরিদ্রেরা চুরি করে। কারণ, কৃপণ ধনী দরিদ্রের মাঝে সম্পদ বিতরণ না করে নিজেকে আরও ধনী করতে ব্যস্ত থাকে। বাঁচার তাগিদে দরিদ্র চুরি করলে ধনীরা তাদের শাস্তি দিতে দ্বিধা করে না। সুতরাং বলতে পারি, বঞ্চনা ও শোষণের দিক থেকে উদ্দীপকের সাজাহান ও 'বিড়াল' রচনার বিড়াল একই বিড়ম্বনার অংশীদার— এ মন্তব্যটি যথার্থ।

ঘ 'বিড়াল' রচনায় শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, দরিদ্রের বঞ্চনা, সমাজের অরাজকতায় ধনীর ভূমিকা ইত্যাদি নানা বিষয় বিড়ালের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বিড়ালের সঙ্গে কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক মূলত সামাজিক নানা অসঙ্গতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে সাজাহান নামের এক কিশোরের বঞ্চনার দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সাজাহানের আর্থিক সঙ্গতি ও উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায় পাশের গ্রামের আলম সাহেবের বাসায় কাজ নেয়। সাজাহান সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করলেও কৃপণ আলম সাহেব তাকে পর্যাপ্ত খাবার দিতেন না। একদিন বাজারের টাকা বাঁচিয়ে লাড্ডু কিনে খেলে আলম সাহেব তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করেন। উদ্দীপকের আলম সাহেবের এ মানসিকতা ও আচরণ 'বিড়াল' রচনার কৃপণ-ধনীদের মাঝেও লক্ষণীয়।

'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত হয়েছে দরিদ্রের চুরি করার কারণ হচ্ছে ধনীর কৃপণতা। এ সমাজে দরিদ্রকে বঞ্চিত করে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, অথচ গরিবেরা থাকে অভুক্ত। লেখক একটি প্রতীকী বিড়ালের মাধ্যমে সমাজের এসব অসঙ্গতিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। ধনীরা সম্পদের সুষম বণ্টন করলে সমাজে এত বৈষম্য তৈরি হতো না। উদ্দীপকেও সম্পদের অসম বণ্টন ও দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের এ বাস্তবতায় সাজাহানের মতো দরিদ্র ছেলে বাজারের টাকা বাঁচিয়ে সামান্য লাড্ডু কিনে খাওয়ার অপরাধে আলম সাহেবের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়। অতএব বলতে পারি, উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার ভাবসত্যেরই যেন প্রতীকী রূপ— এ মতটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ২ শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'মৌসুম' গল্পটি রচিত হয়েছে তৎকালীন জমিদারদের অধীন জনজীবনকে কেন্দ্র করে। সে সময় জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে একদল সমাজরূপান্তর ও স্বাধীনতাকামীদের প্রচেষ্টায় কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে। গল্পে দেখা যায়, দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টির আগমনে কৃষকরা ভালো ফসল পাওয়ার আনন্দে বিভোর হয়। কৃষকদের মনের এই আনন্দ জমিদারের পছন্দ হয় না। চাল মজুদ করে দাম বাড়িয়ে কৃষকদের বেকায়দায় ফেলে দেয় জমিদার। *[রা. বো. ১৭ । প্রশ্ন নম্বর-১]*

Teachingbd24.com

ক. 'লাজ্যুল' কী? ১

খ. 'একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড়ই আনন্দ হইল'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদের অবস্থার সাথে 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে 'বিড়াল' রচনার গুণগত পার্থক্যগুলো তোমার যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'লাজ্যুল' শব্দের অর্থ— লেজ।

খ কমলাকান্ত নীতিকথার মাধ্যমে বিড়ালকে চুরি করা থেকে বিরত রাখতে পেরেছে ভেবে আনন্দিত হয়।

'পতিত আত্মা' বলতে এখানে নৈতিক অধঃপতনকে বোঝানো হয়েছে। দুধ চুরির দায়ে কমলাকান্ত বিড়ালকে মারতে উদ্যত হলে বিড়াল তার প্রতিবাদ করে। বিড়ালের মতে, পৃথিবীর খাদ্যদ্রব্যে সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে। তাই ক্ষুধার্ত হয়ে কেউ চুরি করলে তার জন্য কৃপণ ধনীকেই দায়ী মনে করে সে। বিড়ালের যুক্তির কাছে পরাজিত কমলাকান্ত নীতিবাক্যের আশ্রয় নেয়। আর এর মধ্য দিয়ে বিড়ালের মনোভাব পরিবর্তন করতে পেরেছে ভেবে পরিতৃপ্তি লাভ করে কমলাকান্ত।

গ কারো স্খলিত হবার পেছনে যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী তেমনি একটি ধারণার যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনা ঘটেছে বিড়াল রচনায়।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের ভাষ্যে দরিদ্রের চুরি করার কারণ হচ্ছে ধনীর কৃপণতা। দরিদ্রকে বঞ্চিত করে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে আর গরিবরা বেঁচে থাকার জন্য সামান্য খাবার পর্যন্ত পায় না। এ রচনায় বিড়াল চরিত্রটি এসেছে শোষিত, প্রতিবাদী ও শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। সে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট, যেমনটি উদ্দীপকের শোষিত কৃষকদের মাঝে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'মৌসুম' গল্পে তৎকালীন জমিদারদের শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে এ সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদের চিত্র। সে সময় অত্যাচারী জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে একদল সমাজরূপান্তর ও স্বাধীনতাকামীদের প্রচেষ্টায় কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে। তেমনি 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিত শ্রেণির ক্ষোভ-মর্মবেদনা-প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। বিড়ালের মতে, পৃথিবীর খাদ্যদ্রব্যে সকলেরই অধিকার রয়েছে। তাই সে মনে করে ক্ষুধার্ত হয়ে কেউ চুরি করলে তার জন্য কৃপণ ধনীই দায়ী । অর্থাৎ প্রতিবাদী মানসিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের কৃষকদের সাথে বিড়াল চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আপাত অপরাধীর অপরাধ প্রবণতার পেছনে যে সমাজ ব্যবস্থার অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে তেমনি বক্তব্যের অবতারণা ঘটেছে বিড়াল রচনায়।

'বিড়াল' রচনায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, দরিদ্রের বঞ্চনা, সমাজের অরাজকতায় ধনীর ভূমিকা ইত্যাদি নানা বিষয় বিড়ালের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বিড়ালের সঙ্গে কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক মূলত সামাজিক নানা অসঙ্গতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে এর আংশিক দিক মাত্র।

উদ্দীপকে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর 'মৌসুম' গল্পে তৎকালীন জমিদার শ্রেণির নির্মমতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির আগমনে ভালো ফসল পাওয়ার আশায় কৃষকদের আনন্দ প্রকাশ করতে। কেননা ভালো ফসল হলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে তারা দুবেলা পেটপুরে খেতে পারবে। কিন্তু অত্যাচারী জমিদার গরিবের এ সামান্য চাওয়াকে ভালো চোখে দেখেনি। তিনি কৃষকদের বেকায়দায় ফেলতে চাল মজুদ করে দাম বাড়িয়ে দেন। এতে সঙ্গত কারণেই গরিবদের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। কিন্তু 'বিড়াল' রচনায় এই বিষয়টিই পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের ভাষ্যে দরিদ্রের চুরি করার কারণ হচ্ছে ধনীর কৃপণতা। সে মনে করে, দরিদ্রকে বঞ্চিত করে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে আর গরিবরা বেঁচে থাকার জন্য সামান্য খাবার পর্যন্ত পায় না। লেখক একটা বিড়ালের মাধ্যমে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের কথা শ্লেষাত্মক ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ দিকটি উদ্দীপকের বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বক্তব্যের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় উদ্দীপকের সাথে 'বিড়াল' রচনার যথেষ্ট গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৩ চন্ডিগড় শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি ভাড়া নেয় সুরেশ ও কল্যাণী ব্যানার্জী। তাদের এক সন্তান শান্ত। স্বামী-স্ত্রী চাকুরিজীবী হওয়ায় শান্তকে দেখাশোনার জন্য গ্রাম থেকে আনা হয় আট বছর বয়সী দরিদ্র অনিতাকে। সারাদিনের খাটুনিতে অনিতার শ্রান্ত শরীরে ঘুম চলে আসে সন্ধ্যারাতে। কল্যাণীর ধারণা অনিতার খাবারের পরিমাণ আরও কমালে ওর ঘুম আসবে না। তাই অনিতার খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেয় কল্যাণী। কম খেতে খেতে অনিতা শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। শান্তর উচ্ছিষ্ট সে চুরি করে খায়। এটা জানতে পেরে কল্যাণী অনিতার উপর নির্যাতন চালায়, তওবা করায় এবং উপদেশ দেয় যে চুরি করে খাওয়া পাপ। ফ্রিজে ভর্তি করা খাবার, শান্ত খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় আর অনিতা শান্তর উচ্ছিষ্টের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১; সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. কাকে ইতঃপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়েছে বলে কমলাকান্ত মনে করল? ১

খ. 'সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও'— কে, কেন বলেছিল? ২

গ. উদ্দীপকের অনিতা 'বিড়াল' প্রবন্ধের কোন শ্রেণিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভাবার্থ 'বিড়াল' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ডিউক মহাশয়কে ইতঃপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে কমলাকান্ত মনে করল।

খ বিড়ালের যুক্তিগ্রাহ্য কথায় পর্যুদস্ত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কমলাকান্ত প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিল।

কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু বিড়াল খেয়ে ফেলায় সে তাকে মারতে উদ্যত হয়। তখন বিড়াল তার চোর হওয়ার কারণ হিসেবে কৃপণ ধনী ব্যক্তিদের ও সাধারণ মানুষের নির্দয়তাকে দায়ী করে। বিড়ালের মুখে এমন যুক্তিগ্রাহ্য কথা শুনে সে পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু তা বিড়ালকে বুঝতে না দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কমলাকান্ত উপদেশসূচক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিল।

গ উদ্দীপকের অনিতা 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়াল চরিত্রের নেপথ্যে থাকা বঞ্চিত, নিষ্পেষিত শ্রেণির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বিড়াল' প্রবন্ধে লেখক বঞ্চিত ও দলিতের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও মর্মবেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্রের অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের কথা বলেছেন। বিড়ালটি হয়ে উঠেছে সকল উপেক্ষিত অধিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে আট বছর বয়সী অনিতাকে ঠিকমতো খেতে দেয় না গৃহকর্ত্রী কল্যাণী। ক্ষুধার জ্বালায় একপর্যায়ে চুরি করে খেতে শুরু করে অনিতা। তখন কল্যাণী তার উপর নির্যাতন চালায় ও এই বলে উপদেশ দেয় যে— চুরি করা পাপ। কল্যাণীর ছেলে শান্ত খেতেই চায় না। আর অনিতা শান্তর উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধটিতে বিড়ালটি ক্ষুধার জ্বালায় কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ খেয়ে ফেলে। মানুষ মাছের কাঁটা, পাতের ভাত ফেলে দিলেও বিড়ালকে দেয় না। কিন্তু সমাজের শিরোমণিদের ক্ষেত্রে তাঁরা খেতে না চাইলেও অপরিমিত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়। বিড়ালের এ অভিযোগের মধ্য দিয়ে সকল দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সমাজের উঁচু তলায় থাকা মানুষের আচরণের নগ্ন দিক ফুটে ওঠে। উদ্দীপকের অনিতা ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়াল দুজনই শোষিত শ্রেণির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের মধ্যে 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূলভাবটিই ফুটে উঠেছে।

'বিড়াল' প্রবন্ধে বঞ্চিত শ্রেণির মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। একইসঙ্গে এখানে ফুটে উঠেছে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নির্দয়তার দিকটিও।

উদ্দীপকের অনিতা একজন গৃহকর্মী। সারাদিন প্রচণ্ড খাটুনির পরও গৃহকর্ত্রী তাকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। ফলে একসময় সে বাধ্য হয়ে চুরি করে খেতে শুরু করে। এদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়ালটিও ক্ষুধার জ্বালায় কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু খেয়ে ফেলেছিল।

'বিড়াল' প্রবন্ধে একটি বিড়ালের কণ্ঠে সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত ও দলিতের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। বিড়ালটির অভিযোগ এই যে, মানুষের নির্দয়তাই তাকে চুরি করতে বাধ্য করেছে। তাদের মতো ক্ষুধার্ত, বঞ্চিতরা খাবারের অভাবে কষ্ট পায় অথচ ধনী ব্যক্তিদের জন্য খাবারের আয়োজন করতেই ব্যস্ত সবাই। বিড়ালের মতে, চোরের দণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃপণ ধনী ও নির্দয় মানুষেরও দণ্ড হওয়া দরকার। উদ্দীপকের চিত্রও 'বিড়াল' প্রবন্ধটির অনুরূপ। অনিতা ক্ষুধার জ্বালায় শীর্ণকায় হয়ে পড়ে আর কল্যাণীর ছেলে শান্ত খাওয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায়। খাওয়ার অভাবে যে ছটফট করে সে খেতে পায় না, আর যে ভরপেটে থাকে তার জন্যই সকল খাদ্যের আয়োজন। 'বিড়াল' প্রবন্ধে ফুটে ওঠা বঞ্চিতের হাহাকার উদ্দীপকেও সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ শেষ পর্যন্ত এক কৃষিজীবী পরিবারেই বিয়ে হয় ছবিরানির। স্বামী ধনপতির একটি উন্নত জাতের গাভি আছে; গাভির একটি ছোট্ট বাছুর আছে। সেই বাছুরকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে দুইবেলা গাভির সবটুকু দুধ দোহন করে নেয় ধনপতি। বাছুরকে জোরপূর্বক আটকে রেখে স্বামীকে সহায়তা করে ছবিরানি। গাভি যেন সামান্য দুধও বাছুরের জন্য রাখতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর তাদের। কদিন আগে ছবিরানির কোলজুড়ে আসে নবজাত ফুটফুটে এক শিশু সন্তান। এই শিশু যখন ক্ষুধায় কান্না করে, ছবিরানি তখন পরিবারের সব কাজ ফেলে পরম মমতায় সন্তানকে মাতৃদুগ্ধদানে তৃপ্ত করে। একদিন তার শিশু সন্তানকে মাতৃদুগ্ধে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে সে অনুভব করে, মাতৃদুগ্ধ-বঞ্চিত রেখে কী নির্মম আচরণ করে যাচ্ছে তারা গাভির অসহায় বাছুরের ওপর! তারপর থেকে সে স্বামীকে এই কাজে আর সহায়তা করে না। *[সি.বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'বিড়াল' প্রবন্ধে দুধ দুহিয়াছে কে? ১

খ. 'তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।'— কার, কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিরানি কোন দিক দিয়ে কমলাকান্তের সঙ্গে তুলনীয়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত 'নির্মম আচরণ' অধিকার হরণেরই নামান্তর— উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিড়াল' প্রবন্ধে দুধ দুইয়েছে প্রসন্ন।

খ বিত্তবানদের আশীর্বাদপুষ্ট মার্জারীর রূপের ছটা দেখে অনেক মার্জারীর মধ্যেই বিশেষ ভাবনার উদ্রেক হয়।

সমাজে বিত্তহীন শ্রেণি প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হলেও ধনিক শ্রেণি তাদের দিকে দৃষ্টি দেয় না। কদাচিৎ এই শ্রেণির কারো দিকে যদি ধনীদের অনুকম্পার দৃষ্টি পড়ে তবে সে শ্রেণিস্বার্থ ভুলে আপসের মাধ্যমে নাদুসনুদুস হয়ে ওঠে। তখন তার সৌন্দর্য দেখে সগোত্রের অনেকেই ভাবনায় পড়ে যায়, যা কবিরই অনুরূপ।

গ একটি বিশেষ উপলব্ধিগত দিক থেকে উদ্দীপকের ছবিরানি 'বিড়াল' রচনার কমলাকান্তের প্রতিরূপ।

'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্ত শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি বিড়ালের সাথে নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে গেলেও সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের অবস্থান তাকে ভাবিত করে। বিড়ালের সাথে কথোপকথনে কমলাকান্ত অনুধাবন করে শোষিত শ্রেণিকে তার নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত। তাই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি বিড়ালের প্রতি কমলাকান্তের সহমর্মী ভাব প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের ছবিরানিও তার শেষ উপলব্ধির মাধ্যমে কমলাকান্তের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। ছবিরানি প্রথমে অসহায় ক্ষুধার্তকে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলেও শেষ পর্যন্ত তার ভাবনার জগৎ পরিবর্তন হয়। নিজের সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ করতে গিয়ে ছবিরানির মনে পড়ে মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত বাছুরের কথা। অবশেষে তার মানবিক বোধের জাগরণ ঘটে। বাছুরকে তার ন্যায্য পাওনা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত রাখতে তার মনে সায় দেয় না। এক্ষেত্রে ছবিরানি বরং 'বিড়াল' রচনার কমলাকান্তের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়; সে বাছুরকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে তার স্বামীকে আর সাহায্য করে না। এভাবে ছবিরানি 'বিড়াল' রচনার কমলাকান্তের প্রতিভূ হয়ে উঠে।

ঘ 'ক্ষেত্রবিশেষে কারো প্রতি নির্দয় আচরণ তার অধিকার অস্বীকারকেই স্পষ্ট করে তোলে।'— বিড়াল রচনায় এমন বক্তব্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' রচনায় আমরা দেখতে পাই, নিরীহ প্রাণী বিড়াল খেতে না পেয়ে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কমলাকান্তের দুধ চুরি করে খায়। কমলাকান্ত অনাহারী বিড়ালের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা না ভেবে লাঠি হাতে তার দিকে ধাবিত হন। এটাই ধনীদের শ্রেণিচরিত্র। বিত্তহীন মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। বস্তুত তাদের শোষণ-বঞ্চনার কারণেই বিড়ালের প্রতীকরূপী নির্যাতিত মানুষের শ্রেণি অবস্থান শোষিতশ্রেণির পর্যায়ে নেমে আসে।

উদ্দীপকের ছবিরানির কাজ নির্মম ও অমানবিক। সে একটি ছোট্ট বাছুরকে খিদে মেটানোর একমাত্র উপাদান মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত করে। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে বাছুরের স্বাভাবিক অধিকার হরণ করে। এ আচরণ নিঃসন্দেহে নির্মম। ছবিরানির কোলজুড়ে সন্তান আসার পর তার এই অমানবিকতা সম্পর্কে বোধোদয় হয়। তখন থেকে নিজের শিশুর কথা ভেবে সে আর বাছুরের প্রতি নির্মমতা দেখাতে পারে না।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই কিছু মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাদের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চরম নির্মমতার বহিঃপ্রকাশ। উদ্দীপকে সেই নির্মমতার প্রকাশ ঘটেছে ধনপতি ও তার স্ত্রী ছবিরানির আচরণে। তারা গরুর বাছুরকে মায়ের দুধ না খেতে দিয়ে মূলত বাছুরের অধিকারকেই হরণ করেছে। আবার 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের মতো শোষিত শ্রেণিকে ধনিক শ্রেণি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে বিবৃত 'নির্মম আচরণ' তার অধিকার হরণেরই নামান্তর"— উক্তিটি যথার্থ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রার্থনা বেশি কিছু নয়
আমার ঘামের দাম।
তা'য়ো দেবে না কি?
তবে শোন, ধান কাটা শেষ
কাস্তের অবকাশ।
সুতরাং সময় কাটাতে
তোমার কণ্ঠনালী
এবার সে ছোঁবে।

[দি. বো. ১৬ | প্রশ্ন নম্বর-১; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. 'মার্জার' অর্থ কী? ১

খ. 'সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি।' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধে বর্ণিত বঞ্চনার কথা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বিড়াল' প্রবন্ধে বর্ণিত অধিকারবোধের সশস্ত্র প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মার্জার' অর্থ— বিড়াল।

খ সমাজের ধনবৃদ্ধি সম্পর্কে বিড়ালের মত প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য উক্তিটিতে।

কমলাকান্তের মতে, যার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করতে না পারলে কিংবা সঞ্চয় করে চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ না করতে পারলে কেউ ধন সঞ্চয় করবে না। তাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু সমাজের ধনবৃদ্ধি সম্পর্কে বিড়ালের মত ভিন্ন। তার মতে, সমাজের ধনবৃদ্ধি মূলত ধনীর ধনবৃদ্ধি। কারণ তাতে দরিদ্রদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে বিড়ালের স্বগতোক্তিতে লেখক সমাজের ধনবৃদ্ধি সম্পর্কিত আত্মোপলব্ধি তুলে ধরেছেন।

গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধের সিংহভাগ জুড়েই বর্ণিত হয়েছে দরিদ্রের বঞ্চনার কথা।

এ রচনায় বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনা যুক্তিগ্রাহ্যরূপে উচ্চারিত হয়েছে। তার মতে, ধনীরা পাঁচশ জনের আহার একা সংগ্রহ করায় এবং তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বণ্টন করে না দেওয়ায় দরিদ্ররা চুরি করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে দোষ চোরের নয়, দোষ কৃপণ ধনীর। এছাড়া বিড়াল তার শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছে তাতে দরিদ্রের বঞ্চনার চিত্র সম্যকভাবে উন্মোচিত হয়। উদ্দীপকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বঞ্চনার দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

উদ্দীপকে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে বঞ্চিত মানুষের দাবি বেশি কিছু নয়, শুধু তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য। কেননা শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে ও ঘামে সভ্যতার চাকা গতিশীল হলেও তারা সে শ্রমের মূল্য পায় না। এই সংক্ষিপ্ত কথনে আমরা বুঝতে পারি, সমাজে দরিদ্ররা ধনীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য তো পায়ই না, এমনকি তাদের শ্রমের মূল্য পর্যন্ত ধনীরা দিতে চায় না। অন্যদিকে 'বিড়াল' রচনায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তুলে ধরার পাশাপাশি এরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকেও। অর্থাৎ 'বিড়াল' প্রবন্ধে দরিদ্রের বঞ্চনার যে চিত্র রয়েছে তার ইঙ্গিতপূর্ণ উল্লেখ আছে উদ্দীপকে।

ঘ 'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়ালের 'সোশিয়ালিস্টিক' মনোভাবের মধ্য দিয়ে দরিদ্রের অধিকারবোধ প্রকাশ পেয়েছে, যার সশস্ত্র প্রকাশ আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই।

সাম্যবাদবিমুখ, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিড়াল' রচনায় একটি বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের বৈষম্য ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। সেখানে বিড়াল পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনার ভাষ্যকার।

উদ্দীপকে বিড়ালের উচ্চকিত অধিকারবোধের সশস্ত্র প্রকাশ দেখি আমরা। উদ্দীপকের প্রথমেই আছে কীভাবে ধনী দরিদ্রকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। কীভাবে দরিদ্রের প্রার্থিত শ্রমের দামও দেওয়া হচ্ছে না তাদের। আর তাদের দীর্ঘ বঞ্চনা থেকেই ক্ষুব্ধ কৃষক প্রকাশ করছে তার সশস্ত্র অধিকারবোধ। যে কাস্তে শ্রমজীবীর অর্থ উপার্জনের উপায়, শ্রমজীবী কৃষক তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হলে সেই কাস্তেকেই অস্ত্রে পরিণত করবে। শোষকের কণ্ঠনালির রক্ত পান করে সেই কাস্তে দরিদ্রের অধিকার আদায় করবে।

'বিড়াল' রচনা এবং উদ্দীপকে সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের অধিকার সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। বিড়ালের মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন থাকতেও ধনীরা যে গরিবের দিকে মুখ তুলে তাকায় না— তাতেই সমাজে চুরি, রাহাজানিসহ অন্যান্য অরাজকতা ঘটে। আর এজন্যে দরিদ্রের চেয়ে বেশি দায়ী কৃপণ ধনী। বিড়ালের ভাষ্য, 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক কথাবার্তায় যে অধিকার সচেতনতার কথা ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপকে সে অধিকারবোধেরই সশস্ত্র প্রকাশ ঘটেছে। সেদিক বিবেচনায় 'বিড়াল' রচনা ও উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬ মতলবপুর গ্রামে সুসজ্জিত স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সোনাফলা ফসলি জমি সবই আছে কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসা বা স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যে আর্থিক সামর্থ্যের প্রয়োজন তা গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই নেই। ফসলি জমির ফসল ওঠে কয়েকটি ভূস্বামী পরিবারের গোলায়। তাই অর্ধাহারে, অশিক্ষায় আর চিকিৎসাহীনতায় মানবেতর জীবনযাপন করে মতলবপুর গ্রামের আশি ভাগ মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে যে গ্রামকে আদর্শ মনে হয়, নিবিড় পর্যবেক্ষণে ভেসে ওঠে সে গ্রামের বঞ্চিত গ্রামবাসীর অসহায় মুখচ্ছবি। *[কু. বো. ১৬ | প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. চোর অপেক্ষা শতগুণে দোষী কে? ১

খ. 'যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে।' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ফসল'-এর সাথে 'বিড়াল' প্রবন্ধের ধনবৃদ্ধির তুলনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।" বাক্যটির তাৎপর্য লেখো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক চোর অপেক্ষা শতগুণে দোষী কৃপণ ধনী।

খ 'যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে'— এটি কমলাকান্তের একটি আত্মরক্ষামূলক শ্লেষাত্মক বাণী।

'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়াল ও কমলাকান্তের মাঝে এক দীর্ঘ কাল্পনিক কথোপকথন হয়। এই কথোপকথনে বিড়াল ও কমলাকান্ত নিজ নিজ মত প্রকাশ করে। এতে বিড়াল 'সোশিয়ালিস্টিক', সুবিচারক, সুতার্কিক হওয়ায় কমলাকান্ত বিস্মিত ও যুক্তিতে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত শ্লেষ প্রকাশক মতবাদটির অবতারণা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ফসল' শব্দটি 'বিড়াল' প্রবন্ধে উল্লেখিত 'ধনবৃদ্ধি' বিষয়টির সঙ্গে তুলনীয়।

'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্তের মতে, 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।' কিন্তু বিড়াল এ প্রসঙ্গে বলেছে, 'আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?' বিড়ালের এ মন্তব্যে একটি বিষয় পরিষ্কার, তা হলো— সমাজে ধনসম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তা যদি অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই কুক্ষিগত থাকে, তাহলে সে সম্পদ দিয়ে দরিদ্রের কী লাভ? এজন্যেই বিড়াল দ্বিধাহীনভাবে বলেছে, 'সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?'

উদ্দীপকে সমাজের ধনবৃদ্ধি সম্পর্কে বিড়ালের মনোভাবের বাস্তব প্রতিফলন লক্ষণীয়। মতলবপুর গ্রামে সম্পদ, ফসলের প্রাচুর্য থাকলেও তা কুক্ষিগত হয়ে আছে কয়েকজন ভূস্বামীর হাতে। তাই অর্ধাহারে, অশিক্ষায় আর চিকিৎসাহীনতায় মানবেতর জীবনযাপন করে মতলবপুর গ্রামের আশি ভাগ মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে যে গ্রামকে আদর্শ বলে মনে হয়, গভীরভাবে দেখলে সেখানে গ্রামবাসীর অসহায়ত্বই কেবল ফুটে ওঠে। উদ্দীপকের ফসল যেমন মুষ্টিমেয় ভূস্বামীর তেমনি 'বিড়াল' প্রবন্ধে উল্লিখিত সিংহভাগ ধন হলো ধনীদের। আর এদিক থেকেই উদ্দীপকের ফসল আর 'বিড়াল' প্রবন্ধের ধনিকশ্রেণির ধনবৃদ্ধির দিকটি তুলনীয়।

ঘ "উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বিড়াল' প্রবন্ধে ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য, দরিদ্রের বঞ্চনা, সমাজের অরাজকতায় ধনীর দায়িত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আর উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে এসব বিষয়ের আংশিক দিক মাত্র।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে সমাজের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকারে থাকায় কীভাবে অধিকাংশ মানুষ বিত্তহীন হয়ে পড়ছে। ব্যর্থ হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে। গ্রামের সিংহভাগ মানুষ হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে ফসল ফলালেও তারাই অর্ধাহারে, অশিক্ষায় দিনাতিপাত করে। অবস্থা এমন যে, সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকু পর্যন্ত পায় না। এই পরিস্থিতি আলোচ্য 'বিড়াল' রচনার একটি দিক মাত্র। 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমাজ-সত্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বিড়ালের মতে, বৈষম্যের কারণে সমাজে যাবতীয় অরাজকতার সৃষ্টি। ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও দরিদ্রের দিকে মুখ তুলে তাকায় না। ফলে দরিদ্ররা হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্যে বাধ্য হচ্ছে চুরি করতে। বস্তুত এসব কথা বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে এর একটি দিক। সার্বিক দিক বিবেচনায় তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

প্রশ্ন ▶ ৭ আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের এমএ ক্লাসের ছাত্র। সমাজের কল্যাণ করতে সে পছন্দ করে। একবার তার এলাকায় ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। এতে গ্রামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খাদ্য আর চিকিৎসার অভাবে সাধারণ মানুষ নানারকম দুর্ভোগে পড়ে। সাধারণ মানুষের কষ্টে আজিজের প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের এমন পরিণতি সে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে বন্ধুদের নিয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। *[দি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'মার্জার' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'পরোপকারই পরম ধর্ম'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আজিজের পরোপকারের মাঝে 'বিড়াল' রচনায় প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির ভাবের সাথে 'বিড়াল' রচনার আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে— আলোচনা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মার্জার' শব্দের অর্থ— বিড়াল।

খ 'পরোপকারই পরম ধর্ম' কথাটিতে ধর্ম সম্পর্কে বিড়ালের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।

নিজের জন্যে রাখা দুধ বিড়াল পান করলে কমলাকান্ত বিড়ালকে প্রহার করতে গিয়েও পুনরায় শয্যায় ফিরে আসে। তখন বিড়াল কমলাকান্তকে বলে, 'এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হলো— অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী।' কারণ বিড়ালের মতে, 'পরোপকারই পরম ধর্ম।' বস্তুত প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে মানবতাবাদী লেখকের নৈতিক দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অন্যের উপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিড়াল' রচনায় পরোপকার সম্পর্কে বিড়াল যে মন্তব্য করেছে, উদ্দীপকের আজিজের পরোপকারের মাঝে তার প্রতিফলন দেখা যায়।

'বিড়াল' রচনায় লেখক বিড়ালের ভাষ্যে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা নিপীড়ন, নিষ্পেষণ ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন আত্মোপলব্ধিজাত নৈতিক দর্শন। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে আজিজের কর্মকাণ্ডে তার নৈতিক চেতনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূরীকরণের প্রত্যাশা উচ্চকিত হয়েছে। পাশাপাশি লেখক সেখানে তাঁর আত্মোপলব্ধিজাত নৈতিক দর্শন এবং সাম্যবাদী সমাজ ভাবনাই মূর্ত করে তুলেছেন। যেখানে বিড়ালের স্বগতোক্তিতে লেখকের ভাষ্য— পরোপকারই পরম ধর্ম। কেননা দুস্থ মানুষকে সেবার মাধ্যমে যে পরোপকার সাধিত হয় তার চেয়ে আর বড় ধর্ম নেই। উদ্দীপকের আজিজের মাঝেও সেই পরম ধর্মাচারের প্রতিফলন লক্ষিত হয়। উচ্চশিক্ষিত আজিজ জনমানুষের কল্যাণে কাজ করতে পছন্দ করে। বন্যায় গ্রামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে সে মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। বন্ধুদের নিয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। বস্তুত 'বিড়াল' রচনায় বিধৃত লেখকের মানবিক ভাবনাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আজিজের জনকল্যাণমূলক কাজে 'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়াল কর্তৃক বিবৃত পরোপকার সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকটির ভাবে 'বিড়াল' রচনার আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনার পাশাপাশি পরোপকারের মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল পরোপকারের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় যে ন্যায়বাদ ও পরোপকারের কথা বলা হয়েছে, উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে তারই প্রতিফলন লক্ষিত হয়। সেখানে সমাজকল্যাণের ছাত্র আজিজ মানবিক দিক বিবেচনায় বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুদের সাথে নিয়ে তাদের সেবা করেছে। আজিজের সেবাপরায়ণ মানসিকতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে সোশিয়ালিস্টিক বিড়ালের কণ্ঠেও। বিড়ালের মতে, পরোপকারই পরম ধর্ম।

'বিড়াল' রচনায় সাম্যবাদবিমুখ, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের মধ্যে বৈষম্য ও সংগ্রামের কথা উচ্চকিত হয়েছে বিড়ালের কণ্ঠে। সেখানে লেখক আত্মোপলব্ধি থেকে সমাজের অরাজকতার জন্যে দরিদ্রের তুলনায় কৃপণ ধনীকেই দোষী করেছেন। সোশিয়ালিস্টিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বিড়াল সমাজে ধনসাম্য প্রত্যাশা করেছে। বিড়ালের মতে, সমাজের ধনবৃদ্ধি মানে ধনীর ধনবৃদ্ধি। এর পাশাপাশি বিড়াল পরোপকারের মহত্ত্ব কীর্তন করতেও ভোলেনি। অর্থাৎ 'বিড়াল' রচনায় যেখানে সমাজের বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে উদ্দীপকে কেবল পরোপকারের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় "উদ্দীপকটির ভাবের সাথে 'বিড়াল' রচনার আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথাযথ।

প্রশ্ন ▶ ৮ হাজী মুহম্মদ মুহসীন এক রাতে তাঁর শয়নকক্ষে এক চোরকে কিছু মালসহ ধরে ফেললেন। তিনি চোরকে শাস্তি না দিয়ে চুরির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। চোর তার সংসারের অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরল। হাজী মুহম্মদ মুহসীন ওই চোরকে নগদ অর্থ ও খাবার দিয়ে বিদায় করলেন। *[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. কমলাকান্ত বিড়ালকে কার লেখা বই উপহার দিতে চেয়েছিল? ১
খ. 'ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়' —উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো মানুষ থাকলে সমাজে কাউকে আর চুরি করতে হতো না' —কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কমলাকান্ত বিড়ালকে নিউমান ও পার্কারের লেখা গ্রন্থ উপহার দিতে চেয়েছিল।

খ ধনীর কৃপণতার জন্যই দরিদ্র চোরে পরিণত হয়।

একজন মানুষ কেন চোর হয় তা 'বিড়াল' রচনায় যুক্তিসংগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ধনী দরিদ্রকে বঞ্চিত করে নিজের সম্পদ সংগ্রহ করে। তাই বেঁচে থাকার জন্য দরিদ্র খাদ্য চুরি করতে বাধ্য হয়। তাই দরিদ্র চুরি করলেও চুরির মূল কারণ কৃপণের মাত্রাতিরিক্ত ধন সঞ্চয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার মার্জারের বক্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় প্রতীকী চরিত্র বিড়ালের ভাষ্যে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ বর্ণিত হয়েছে। তার মতে, ধনীরা পাঁচশ জনের আহার একা সংগ্রহ করায় এবং তাদের উদ্ধৃত্ত সম্পদ বণ্টন করে না দেওয়ায় দরিদ্ররা চুরি করতে বাধ্য হয়। এছাড়া বিড়াল তার শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছে তাতে দরিদ্রের বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে হাজী মুহম্মদ মুহসিনের জীবনের একটি কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। তিনি এক রাতে এক চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। কিন্তু মহানুভব মুহসীন চুরির জন্য চোরকে কোনো শাস্তি প্রদান করেন না। বরং চৌর্যবৃত্তির কারণ জানতে চান চোরের কাছে। চোর বলে অভাবের তাড়নায় সে চুরি করতে বাধ্য হয়। 'বিড়াল' রচনায়ও চুরির পেছনে অভাবের দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই মানুষকে অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত করে। আর এ দিক থেকেই উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো মানুষ থাকলে সমাজে কাউকে আর চুরি করতে হতো না কথাটি যথার্থ।

'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্ত ও বিড়ালের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে তিনি চুরির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ধনীর কৃপণতাকে। এছাড়া সভ্য সমাজের উদাসীনতাকেও দায়ী করেছেন চুরির জন্য।

উদ্দীপকে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে। নিজ ঘরের মধ্যে চোরকে হাতেনাতে ধরে তাকে শাস্তি না দিয়ে সহায়তা করেন। তিরস্কার না করে তাকে সাহায্য করেন। চোরকে দণ্ডের বদলে নগদ অর্থ ও খাবার দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত শুধু মুহসীনের মতো মানুষদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

'বিড়াল' রচনার বিড়ালের কল্পিত জবানের মধ্য দিয়ে চুরির জন্য দায়ী করা হয়েছে ধনী কৃপণদের। কিন্তু উদ্দীপকের হাজী মুহম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ড এর বিপরীত। 'বিড়াল' রচনায় বলা হয়েছে এ বিশ্বের অনেক বড় বড় সাধু, চোরের নামে যারা শিউরে ওঠেন, তারা অনেকেই চোর অপেক্ষাও অসৎ। কেননা তাদের প্রচুর ধন থাকলেও তারা দরিদ্রদের প্রতি নির্দয়। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রটি বিপরীত স্রোতের মানুষ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো মানুষ থাকলে সমাজে কাউকে আর চুরি করতে হতো না— বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৯ পীর হাত মেলিয়া আখনার সম্মুখে ধরিল। নিটোল সুগঠিত কালো হাতের ওপর সাদা রুপার চুড়িগুলো বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। আখনা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল, 'দু টাকা বানি দিতে হবে, হ্যাঁ।' আখনা চমকিয়া উঠিল, বলিল, 'দু-টা-কা!' পরী বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, 'দু টাকা নইলে চুড়ি হয়?' আখনা বলিল, 'এখন আমি টাকা কোথা পাব বল দেখি?' আজ এক কথাতেই পরী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, 'তোকে দিতে লাগবে না টাকা। আমি গতর খেটে শোধ দেব।' আখনা বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেব বানি, আজই দেব।' সেদিন দ্বিপ্রহরে আখনা মনিবের জনশূন্য বৈঠকখানাটায় প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে রুপাবাঁধানো হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া কাপড় ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িল। পরী চুড়ি পরিল, আখনা চুরি করিল। [উৎস: জলসাঘর প্রতীক্ষা; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়]

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. 'নৈয়ায়িক' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. বিড়াল কেন বলে, 'দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?' ২
গ. উদ্দীপকের আখনার সাথে 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়ালের তুলনা করো। ৩
ঘ. 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আখনার চুরি সমর্থন করেননি।'— প্রবন্ধের আলোকে মতামতটি যাচাই করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নৈয়ায়িক' শব্দের অর্থ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি।

খ ধনীরা সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কারণে দরিদ্র চুরি করতে বাধ্য হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় বলেই একথা বলা হয়েছে।

ধনী ব্যক্তিরা নির্দয়ের মতো সমস্ত ধনসম্পদ আগলে রাখে অথচ ক্ষুধা-দারিদ্র্যপীড়িত কারো পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। তারা একা অনেক সঞ্চয় করে যার দরুন গরিবকে বাধ্য হয়ে চোর হতে হয়। কিন্তু সমাজে চোরের জন্যে শাস্তির বিধান থাকলেও চুরির মূলে দায়ী ধনীদের কোনো শাস্তির বিধান নেই বলে একথা বলা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ প্রেক্ষাপটের দিক থেকে উদ্দীপকের আখনা ও 'বিড়াল' গল্পের বিড়ালের মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই রয়েছে।

আলোচ্য গল্পে বিড়াল চরিত্রটি সকল শোষিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। লেখক এই বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষিত শ্রেণির অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

উদ্দীপকের আখনা হতদরিদ্র একজন মানুষ। তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে দুই টাকা জোগাড় করাও তার জন্যে অসম্ভব। তাই তো পরীর চুড়ির জন্য সে দুই টাকা দিতে পারে না। অবশেষে পরীর আবদার পূরণ করতে মনিবের রূপাবাঁধানো হুঁকাটা চুরি করে সে। এদিকে, আলোচ্য গল্পের বিড়ালকেও হতদরিদ্র শ্রেণি হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিড়াল কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল। দারিদ্র্য ও চুরি করার দিক থেকে আখনা ও বিড়ালের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু চুরি করার কারনটি তাদের মাঝে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। বিড়াল তার জঠর যন্ত্রণা নিবারণ করতে বাধ্য হয়ে চুরি করেছে অথচ আখনা পরীর আবদার পূরণ করার জন্যে চুরির পথ বেছে নিয়েছিল। এভাবেই বিড়াল ও আখনার মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই পরিলক্ষিত হয়।

ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আখনার চুরি সমর্থন করেননি— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বিড়াল' গল্পের লেখক সমস্ত শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত শ্রেণির পক্ষে কলম ধরেছেন। একটি বিড়াল চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত শ্রেণির মনঃকস্ট তুলে ধরে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছেন। উদ্দীপকের পরী আখনার কাছে রূপার চুড়ির বায়না ধরে। চুড়ির মূল্য দুই টাকা যা আখনার সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু পরীর মন রক্ষার্থে আখনা মনিবের রূপাবাঁধানো হুঁকা চুরি করে টাকার বন্দোবস্ত করে। এদিকে, আলোচ্য গল্পের বিড়াল প্রচণ্ড ক্ষুধাতাড়িত হয়ে চুরির পথ বেছে নিয়েছিল।

'বিড়াল' গল্পটিতে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকল বঞ্চিত-নিষ্পেষিত-দলিত শ্রেণির অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের কথা শ্লেষাত্মক ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি ক্ষুধার্ত বিড়ালের চুরি করে দুধ খাওয়াকে অপরাধ বলার আগে কৃপণ ধনীর অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের চুরি করার জন্য তিনি কৃপণ ধনীদের অর্থনৈতিক অসহযোগিতাকে দায়ী করেছেন। চুরি করলেও লেখক মূলত ক্ষুধার্ত-বঞ্চিত বিড়ালের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু উদ্দীপকের আখনা ক্ষুধার মতো সংবেদনশীল কারণে চুরি করেনি, চুরি করেছে মনোবাসনা বা আবদার পূরণের জন্য। তাই আখনা দরিদ্র হলেও তার চুরির কারণ লেখকের কাছে সমর্থনযোগ্য নয় কেননা তা বিলাসিতা দ্বারা তাড়িত।

প্রশ্ন ▶১০ ভক্তপুর গ্রামের শ্মশানঘাটের এক প্রান্তে জরাজীর্ণ একটি মঠ। তার পাশ দিয়ে ক্ষুধায় কাতর ভবেশচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। তার এই উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি ভক্তপুর গ্রামের নিরক্ষর, অজ্ঞান মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভবেশচন্দ্র তাদের জানায় যে, সে বহুদূর থেকে স্বপ্নে সাঁইবাবার মঠের খবর পেয়েছে। এ কথা শুনে নানা গ্রাম থেকে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে নাম না জানা মঠকে কেন্দ্র করে। আর এই মঠের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ভবেশচন্দ্র সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠে এবং তার সকল অভাব দূর হয়। মাঝে মাঝে ভবেশচন্দ্র তার প্রতারণার কথা ভেবে অপরাধবোধে জর্জরিত হলেও আবার ভাবে যে, এই প্রতারণাই তাকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই সে একে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করে না।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. বৃদ্ধের নিকট কী হতে পারলে বিড়ালের পুষ্টি হয়? ১

খ. বিড়াল চোরকে সাজা দেওয়ার পূর্বে বিচারককে তিন দিন উপবাস করার কথা বলেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "টিকে থাকার নির্মম বাস্তবতা সমাজে অনেক সময় প্রতারণা ও অপরাধের বিস্তার ঘটায়"— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধ অনুসরণে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর হতে পারলে বিড়ালের পুষ্টি হয়।

খ বিচারক যদি অপরাধীর বেদনা বুঝতে পারেন তাহলে বিচার সার্থক হয়— এ কারণে চোরকে সাজা দেওয়ার আগে বিচারককে তিন দিন উপবাস করার কথা বলা হয়েছে।

বিচারকের কাজ সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষভাবে অপরাধের কারণ বের করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। ক্ষুধা না লাগলে কেউ চুরি করে না। তাই চোরের বিচার করার আগে বিচারক যদি তিন দিন উপবাস করেন তবেই তিনি বুঝতে পারবেন ক্ষুধার জ্বালা কেমন এবং চোরের চুরির কারণ কী। বিষয়টি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ অভাবের তাড়নায় অন্যায়ের পথ বেছে নেওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'বিড়াল' রচনার সাদৃশ্য নির্মিত হয়।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালটি ক্ষুধার জ্বালায় প্রাচীরে প্রাচীরে ঘুরে বেড়ায়। তবু তাকে কেউ খেতে দেয় না। তাই ক্ষুধার জ্বালায় বিড়ালটি কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ খেয়ে ফেলে। কাজটি অন্যায় জেনেও বিড়াল তা করতে প্রবৃত্ত হয় শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য।

উদ্দীপকের ভবেশচন্দ্রও 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের মতো ক্ষুধায় কাতর। ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে সে অন্যায় পথের আশ্রয় নেয়। নিরক্ষর গ্রামবাসীকে সে মিথ্যা বলে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মানুষকে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সে তার অভাব দূর করতে সচেষ্ট হয়। 'বিড়াল' রচনায়ও বিড়াল কমলাকান্তের জন্য বরাদ্দকৃত দুধ খেয়ে অপরাধ করে। উভয়ক্ষেত্রে বিড়াল ও ভবেশচন্দ্র নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনৈতিক পথ বেছে নেয়। 'বিড়াল' রচনার এ দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ 'বিড়াল' রচনায় শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, অধিকার বিষয়ক সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

স্বেচ্ছাকৃত অপরাধপ্রবণতা খুব কমই দেখা যায়। মূলত পরিস্থিতির শিকার হয়েই অপরাধী অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত হয়। 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল যে চুরি করে কমলাকান্তের রাখা দুধটুকু খেয়ে ফেলেছে, তা মূলত ক্ষুধা নিবারণের জন্যই।

উদ্দীপকের ভবেশচন্দ্র অভাবের তাড়নায় কাতর একজন মানুষ। ক্ষুধার জ্বালায় সারাদিন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। গ্রামবাসীদের মিথ্যা বলে সে মূলত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার অভাব দূর করার জন্য। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে এমন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের ভবেশচন্দ্র এবং 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল উভয়ই ক্ষুধার জ্বালা নিবারণে অন্যায়কে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। যদি তারা অন্য কোনো উপায়ে তাদের ক্ষুধা মেটাতে পারত, তাহলে তারা এ কাজে নিয়োজিত হতো না। কেননা বেঁচে থাকার জন্যই মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রাম। ক্ষুদ্র তেলাপোকা থেকে মানুষ সকলে বেঁচে থাকতে প্রাণপণ লড়াই করে যায়। এ সংগ্রামে তারা ন্যায়-অন্যায় যেকোনো পথ বেছে নেয়। কেননা টিকে থাকাই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। সমাজের এত অনাচার, বিশৃঙ্খলা, অপরাধ, সবকিছু মূলত টিকে থাকার ইচ্ছের কারণেই সংঘটিত হচ্ছে। প্রতারণা ও অপরাধবোধ বিবেচনা করার মতো বোধ তখন কাজ করে না। তাই এ কথা যথার্থ যে, টিকে থাকার নির্মম বাস্তবতা সমাজে অনেক সময় প্রতারণা ও অপরাধের বিস্তার ঘটায়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ লোকমান সাহেবের গাড়িচালক সালাম তার বাড়িতেই থাকেন। প্রয়োজনমতো সকলের নির্দেশ মেনে চলেন। তার জন্য আলাদা একটি কক্ষ দেওয়া হয়েছে। তার জন্য আলাদা করে কোনো রান্না হয় না। নিজেরা যা খান তাই তাকে দেওয়া হয়। লোকমান সাহেবের সন্তানরা তাকে ভাইয়া বলে ডাকে। সালামের পারিবারিক যেকোনো সমস্যা লোকমান সাহেব নিজের সমস্যা মনে করে সমাধান করেন। এভাবে সালাম যেন লোকমান সাহেবের পরিবারের সদস্য হয়ে যান।

[সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. ওয়াটারলু কী? ১

খ. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।'— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিড়াল' প্রবন্ধের কোন দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছে।"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াটারলু বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরের অদূরবর্তী ওয়ালোনিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত একটি ছোট শহর।

খ কাজ করে একজন কিন্তু তার ফল ভোগ করে অন্যজন— এটি বোঝাতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তের জন্য এক বাটি দুধ রেখে যায়। কিন্তু সে নেশার ঘোরে অন্যমনস্ক থাকার সুযোগে বিড়াল তার দুধটুকু খেয়ে নেয়। দুধ খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত বিড়ালের আচরণ দেখে কমলাকান্তের মনে হয়, বিড়াল ভাবছে, কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই। অর্থাৎ কমলাকান্তের জন্য দুধ রাখা হলেও তা সে পান করতে পারল না, বিড়ালই তা পান করল।

গ উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের সঙ্গে 'বিড়াল' প্রবন্ধের ধনিকশ্রেণির আচরণগত বৈসাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় একটি বিড়ালের জবানিতে লেখক ধনিকশ্রেণির নির্মম মানসিকতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এ শ্রেণির মানুষেরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ধনসম্পদের অধিকারী। অথচ অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য তাদের কোনো মায়া-মমতা নেই। দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া তাদের জন্য নিতান্তই লজ্জার ব্যাপার। অকারণে ভোগবিলাসে তারা মত্ত থাকে। অথচ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাওয়া মানুষকে সাহায্য করতে এরা কুণ্ঠাবোধ করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত লোকমান সাহেবের মাঝে আমরা দরিদ্রের প্রতি উদারতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ দেখতে পাই। গাড়ির চালক সালামকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। নিজেরা যা খান তাই তাকে খেতে দেন। পরিবারের একজন সদস্য বলে মনে করেন তাকে। ধনী হয়েও লোকমান সাহেবের মহৎ মানসিকতার ভিন্নরূপ দেখি 'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত ধনিকশ্রেণির মাঝে। ধনী হয়ে অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অসহায় লোকদের সাহায্য করার মানসিকতা নেই তাদের। তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে সর্বদা, দরিদ্রের প্রতি গল্পের ধনিকশ্রেণির নির্লিপ্ত মানসিকতার বিপরীত চিত্র উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের মাঝে দেখি। এ দিকটিই উদ্দীপকের সাথে 'বিড়াল' রচনার বৈসাদৃশ্য করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত লোকমান সাহেব ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যে মানবিকতা প্রদর্শন করেছেন, তাই 'বিড়াল' রচনার মূলসুর।

'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্ত ও বিড়ালের মাঝে কাল্পনিক কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। সে কথোপকথনে রয়েছে শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রচ্ছন্ন আহ্বান। ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদে যে দরিদ্রের অধিকার রয়েছে, সে কথাই 'বিড়াল' রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত লোকমান সাহেব একজন মহানুভব মানুষ। নিজের সন্তান আর গাড়ির চালকের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি তিনি। দুজনকেই সমান চোখে দেখেছেন। নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন তাকে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা সবার দায়িত্ব। 'বিড়াল' রচনায় এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান মানুষেরই সৃষ্টি। আবার মানুষ চাইলে এ ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে। এজন্য প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধনী অকারণে বিলাসব্যসন পরিহার করে দরিদ্রের মৌলিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হলে তৈরি হতে পারে স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ চমৎকার এক সমাজ। 'বিড়াল' রচনায় প্রতীকী চরিত্র বিড়ালের সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কে মূলত এ ভাবনাটিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের লোকমান সাহেবও এ বিষয়টি অনুভব করেছেন অন্তর থেকে। তাই গাড়ির চালক সালামকে নিজের সন্তানের মতোই দেখেছেন। তাই সবদিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ উত্তরার একটি অভিজাত বাসায় কাজ করে মেহেরুননেছা। সেখানে তার আদর-আহ্লাদের অভাব নেই। বাড়ির বড়ো সাহেব মস্ত বড়ো অফিসার। ইদে পরিবারের সবার জন্য কিনে এনেছেন বসুন্ধরা সিটি থেকে নতুন পোশাক। কাজের লোক বলে মেহেরুননেছার জন্য অন্যদের চেয়ে কম দামি পোশাক কেনা হয়নি। বরং সাহেবের মেয়ের জন্য যা যা কেনা হয়েছে, তার জন্যও তাই কেনা হয়েছে। সেগুলো মেহেরুননেছাকে দেওয়া হলে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

[মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. দরিদ্র কার দোষে চোর হয়? ১

খ. দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা কেন? ২

গ. 'বিড়াল' রচনায় নির্দেশিত ধনিকশ্রেণির সঙ্গে উদ্দীপকের বড় সাহেবের আচরণে কী ধরনের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বড়ো সাহেবের মানসিকতাই 'বিড়াল' রচনার মূলসুর"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দরিদ্র ধনীর দোষে চোর হয়।

খ তথাকথিত সমাজব্যবস্থায় দরিদ্রকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায় বলে দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াকে সবাই লজ্জাজনক মনে করে।

মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধানকে প্রকট করে তুলেছে। সকলেই ধনীদের সুখে সুখী আর দুঃখে দুঃখী হয়। দরিদ্রের জন্য সহমর্মিতা অনুভব করতে আমাদের যেন বাধে। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তির জন্য সকলের চোখে থাকে অবজ্ঞার ভাব। তাই দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াকে লজ্জার বলে মনে হয়।

https://teachingbd24.com

গ 'বিড়াল' রচনায় নির্দেশিত ধনিকশ্রেণি স্বার্থপর হলেও উদ্দীপকের বড়ো সাহেবের আচরণে সহানুভূতিপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় একটি বিড়ালের জবানিতে লেখক ধনিকশ্রেণির নির্মম মানসিকতার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই শ্রেণির মানুষেরা প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সম্পদের অধিকারী। অথচ অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য তাদের মধ্যে কোনো মায়া-মমতা নেই। দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া তাদের জন্য নিতান্তই লজ্জার ব্যাপার। অকারণ ভোগবিলাসে তারা মত্ত থাকে। অথচ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাওয়া মানুষকে সামান্য খাদ্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বড়ো সাহেবের মাঝে আমরা দরিদ্রের প্রতি উদারতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ দেখতে পাই। নিজের মেয়েকে তিনি ইদের জন্য দামি জামা কিনে দিয়েছেন। একই দামে জামা কিনেছেন কাজের মেয়ে মেহেরুননেছার জন্য। এমন মহানুভবতার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। সেই মহানুভবতার স্পর্শ জল এনেছে মেহেরুননেছার চোখে। দরিদ্রের প্রতি গল্পের ধনিকশ্রেণির নির্লিপ্ত মানসিকতার বিপরীতে উদ্দীপকের বড়ো সাহেবের মাঝে তাদের প্রতি মানবিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বড়ো সাহেব ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যে মানবিকতা প্রদর্শন করেছেন তাই 'বিড়াল' রচনার মূলসুর।

'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্ত ও বিড়ালের মাঝে কাল্পনিক কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। সে কথোপকথনে রয়েছে শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রচ্ছন্ন আহ্বান। ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদে যে দরিদ্রের অধিকার রয়েছে, সে কথাই রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বড়ো সাহেব একজন মহানুভব মানুষ। নিজের মেয়ে আর কাজের মেয়ের মাঝে তিনি কোনো পার্থক্য করেননি। দুজনকেই সমান চোখে দেখেছেন। ইদে দুজনের জন্যই একই দাম দিয়ে নতুন জামা কিনে এনেছেন। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা সবার দায়িত্ব। 'বিড়াল' রচনায় এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ চাইলেই এ ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে। এজন্য প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধনী অকারণে বিলাসব্যসন পরিহার করে দরিদ্রের মৌলিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হলে তৈরি হতে পারে স্নেহ-মমতা সহানুভূতিতে পূর্ণ চমৎকার এক সমাজ। 'বিড়াল' রচনার প্রতীকী চরিত্র বিড়ালের সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কে মূলত এ ভাবনাটিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের বড়ো সাহেবও এ বিষয়টি অনুভব করেছেন অন্তর থেকে। তাই দরিদ্র কাজের মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতো করেই দেখেছেন। তাই সব দিক বিবেচনায় বলা যায়, আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ পদ্মা নদীর প্রবল ভাঙনে হাজার হাজার সর্বহারা মানুষ আশ্রয়ের জন্যঢাকায় আসে। বস্তিতে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও খাবারের ব্যবস্থা হয় না। জীবনের তাগিদে তারা বিত্তশালী মানুষের দ্বারে গেলে দারোয়ান তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং গাড়ির কাছে গেলে গ্লাস নামিয়ে কেউ তাদের দিকে তাকায় না।

[কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. নেপোলিয়ান কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন? ১

খ. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই'— উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ভাব ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের ভাব একই সূত্রে গাঁথা।"— তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নেপোলিয়ান ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

খ উক্তিটিতে সাধারণ মানুষ কর্তৃক ধনীদের তোষণের দিকটি ব্যক্ত হয়েছে।

বিড়ালের মতে ধনীকে তোষণ করা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যাদের ধন-সম্পদ আছে তারা দরিদ্র-অসহায়কে তা দান করে না অথচ ধনী লোককে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করে। দরিদ্ররা অভুক্তই থেকে যায়। তাই বলা হয়েছে, 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ।'

গ 'চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই।' উদ্দীপকের পদ্মা নদীর ভাঙনে নিঃস্ব লোকগুলোকে নির্দয় বিত্তশালীরা সহযোগিতা না করে 'বিড়াল' প্রবন্ধের প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির বাস্তব রূপ দিয়েছে।

'বিড়াল' গল্পে লেখক প্রতীকাশ্রয়ে সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকারের বিষয়টি জোরালো করেছে। সেই সাথে অধিকার বঞ্চিত করে ধনী শ্রেণিও যে অপরাধ করছে, সে সত্য বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্দীপকে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উক্ত বিষয়টিকে আরও দৃঢ় করেছে।

উদ্দীপকে পদ্মা নদীর ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা বস্তিতে কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু শুধু থাকতে পারলেই তো হবে না, ক্ষুধাও নিবারণ করা প্রয়োজন। সেজন্য বাঁচার তাগিদে তারা শহরের বিত্তশালীদের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের জন্য যায়। বাড়ির দারোয়ানরা সাহায্য না দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং গাড়িতে বসে থাকা সাহেবরাও গাড়ির গ্লাস বন্ধ করে রাখে, যাতে অসহায় লোকেরা সাহায্য চাইতে না পারে। শহুরে বিত্তবানদের এমন আচরণ অসহায় লোকদের প্রতি অমানবিকতার শামিল। ধনীরা যদি সাহায্য না করে তাহলে পেটের দায়ে এই নিঃস্ব মানুষগুলোকে হয়তো ভিন্ন পন্থা বেছে নিতে হবে। তখন চোর বলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ সাহায্য না করে বিত্তবানরাও যে অপরাধ করেছে, সে কথা বলার কেউ যেন নেই। উদ্দীপকের এই বাস্তবতাই 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়ালের মুখ দিয়ে 'চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই' বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাব ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের ভাব একসূত্রে গাঁথা।

'বিড়াল' প্রবন্ধে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাও যে অর্থশালীদের দায়িত্ব, সে বিষয়টি প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। উদ্দীপকটিও প্রবন্ধে এই ভাবের প্রতিধ্বনি করেছে।

উদ্দীপকে সমাজের অধিকারবঞ্চিত মানুষের প্রতি ধনবান লোকদের দায়িত্ব-কর্তব্য জাগিয়ে তোলার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। পদ্মা নদীর ভাঙনে সর্বস্ব হারানো লোকগুলো নিতান্ত অসহায়। তারা বাস্তবিকপক্ষেই সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রাখে। সেই আশা নিয়েই অসহায় লোকগুলো ঢাকায় এসেছিল। কিন্তু শহরের বিত্তবানরা তাদেরকে সহযোগিতা না করে দারোয়ান দিয়ে তাড়ায় এবং গাড়ির গ্লাস নামিয়ে অবজ্ঞা করে। ফলে অসহায় লোকগুলো জীবন সংকটে ভোগে।

'বিড়াল' প্রবন্ধে উদ্দীপকের অসহায় এই লোকগুলোর পক্ষেই মূল আলোচনা প্রবহমান ছিল। সেখানে কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু বিড়াল খেয়ে ফেললে কমলাকান্ত তাকে মারতে উদ্যত হয়। আর তখনই বিড়ালের মুখ দিয়ে সমাজের অসহায় মানুষদের মনের আক্ষেপগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়। সেখানে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, সমাজের ধনাঢ্যদের কাছে দরিদ্রদের অধিকার

https://teachingbd24.com

আছে। কেবল ধনীরাই কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হবে আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে— এটা যৌক্তিক নয়। বরং গরিবেরও বাঁচার অধিকার আছে। ধনীর ধন শুধু তার একার নয়, অসহায়কে সাহায্য করার জন্যও তার ধন ব্যবহার করতে হবে। গরিবরা যখন না খেয়ে থাকে তখন পেটের দায়ে তারা অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য হয়। সেজন্য তাদেরকে যদি শাস্তি পেতে হয় তবে ধনীর ধন গরিবকে না দিয়ে যে অপরাধ করেছে তারও শাস্তি হওয়া উচিত। সোশিয়ালিস্টিক চেতনায় প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে এই যুক্তিগুলো তুলে ধরেছেন, যা প্রবন্ধের মূলভাব। উদ্দীপকটিও এই বক্তব্য ধারণ করে আছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ইলিশ মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য সরকার কিছুদিনের জন্য ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করেছে। এ জন্য দরিদ্র জেলেদের যেন অনাহারে না থাকতে হয় সেজন্য সরকার তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তারপরও কিছু জেলে সরকারি আদেশ অমান্য করে নদীতে ইলিশ মাছ ধরছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তারা জানায় যে, সরকারি সাহায্য বণ্টন করা যাদের ওপর দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে তা বণ্টন না করার কারণে জেলেরা অভাবের তাড়নায় আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরছে। *[মাইলস্টোন কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের জেলেদের সাথে 'বিড়াল' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জেলেরা যথাযথভাবে সরকারি সাহায্য পেলে তাদের আর চুরি করার প্রয়োজন হতো না।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের আলোকে বিচার করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র।

খ চোরকে শাস্তি না দিলে সমাজের সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না বলে কমলাকান্ত প্রশ্নোক্ত কথা বলেছে।

চুরি সমাজের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট করে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খল ও অশান্তিকর অবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজ ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হয়। চোরকে শাস্তি না দিলে এই সমস্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। এজন্য চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।

গ উদ্দীপকের জেলেদের সাথে 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়ালের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়াল কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করে খায়। তার এ চুরির কারণ হিসেবে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের কার্পণ্য ও অবহেলাকে দায়ী করে। তার মতে, ধনীরা পাঁচশ জনের আহার একা সংগ্রহ করায় এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে না দেওয়ায় দরিদ্ররা ক্ষুধার তাগিদে চুরি করতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকে জেলেদের অধিকারচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। ইলিশ মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য সরকার কিছুদিনের জন্য ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করেছে। জেলেদের যেন অনাহারে থাকতে না হয় সেজন্য সরকার নানা সহযোগিতা করে যাচ্ছে। কিন্তু এই সাহায্য বণ্টনের দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে তারা যথাযথ বণ্টন না করায় ক্ষুধার তাগিদে জেলেরা আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরতে বাধ্য হয়। জেলেদের এমন আচরণ 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের সদৃশ। বিড়ালও ক্ষুধার তাগিদে নিজ অধিকার চেতনায় চুরি করতে বাধ্য হয়। তাই উদ্দীপকের জেলেদের সাথে 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়াল চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সম্পদের সুষম বণ্টন হলে 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়াল ও উদ্দীপকের জেলে উভয়েরই আর চুরি করার প্রয়োজন হতো না।

'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ধনী ব্যক্তির স্বভাবের কারণেই দরিদ্ররা চুরি করে। কারণ কৃপণ ধনী দরিদ্রের মাঝে সম্পদ বিতরণ না করে নিজেকে আরও ধনী করতে ব্যস্ত থাকে। যার কারণেই বিড়াল কমলাকান্তের দুধ চুরি করে খায়। এখানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, সামাজিক নানা অসঙ্গতির বিষয় বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জেলেদের বঞ্চনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সরকারি সাহায্য বণ্টন করার জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তারা যথাযথভাবে জেলেদের মাঝে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন না করায় জেলেরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অভুক্ত এসব জেলে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। উদ্দীপকের বণ্টনকারীদের মানসিকতা ও আচরণ 'বিড়াল' রচনার কৃপণ-ধনীদের মাঝেও লক্ষণীয়।

'বিড়াল' রচনায় লেখকের কল্পিত বিড়ালের ভাষ্যমতে, দরিদ্রের চুরি করার প্রধান কারণ ধনীর কৃপণতা। এ সমাজে দরিদ্রকে বঞ্চিত করে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে অথচ গরিবেরা থাকে অভুক্ত। ধনীরা সম্পদের সুষম বণ্টন করলে সমাজে এত বৈষম্য তৈরি হতো না। বিড়ালেরও আর চুরি করার প্রয়োজন হতো না। তেমনিভাবে বণ্টনকারীরা যদি সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করত তাহলে জেলেরা আইন অমান্য করে চুরি করত না। তাই 'জেলেরা যথাযথভাবে সরকারি সাহায্য পেলে তাদের আর চুরি করার প্রয়োজন হতো না— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আফসার হতদরিদ্র। দিন আনে দিন খায়। ভাত আছে তো নুন নাই। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে নিজের ঘরের চালের টিনে কেটে তার পা দুখানা হারায়। তার পরিবারের সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন সে ঘরে অনাহারে মৃত্যুর দিন গোনে। তার ঘরের আশপাশে অনেকগুলো বহুতল ভবন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আফসার মনে মনে ভাবে দেশ কেমন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই উন্নয়নে তার কী লাভ? *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. কার কথাগুলো সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল? ১
খ. সামাজিক ধনবৃদ্ধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের আফসারের সাথে 'বিড়াল' রচনার কোনো চরিত্রের সাদৃশ্য থাকলে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'আমি যদি খাইতে না পারিলাম' তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?'— আলোচনা করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মার্জারের কথাগুলো সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের আফসারের সাথে 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়াল কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করেছিল। কারণ সারাদিন প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে ঘুরেও সে কারো কাছে খাবার পায় না। বিড়ালটি দুর্বল বলে তাকে খাবার দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না।

উদ্দীপকে আফসার দরিদ্রতার মধ্যে দিনাতিপাত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পা হারায় সে। এই অবস্থায় পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকে একা ফেলে চলে যায়। বহুতল ভবনের নির্মাণাদি লক্ষ করে সে বুঝতে পারে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সে

https://teachingbd24.com

আক্ষেপ প্রকাশ করে, কেননা এই উন্নয়নে তার কোনো উপকার হবে না। আলোচ্য রচনায় বিড়ালও আফসারের মতো অসহায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। একসময় দুধ চুরি করে খাওয়ার পর কমলাকান্ত চুরির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে বিড়ালের কাছে। বিড়াল বলে, সমাজে ধনীর ধনবৃদ্ধি হলেও গরিবের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না এবং তাতে দরিদ্ররা আরো বেশি নিগ্রহের শিকার হবে। সমাজ বাস্তবতার চিত্র উপস্থাপনে আলোচ্য রচনার বিড়াল এবং উদ্দীপকের আফসারের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক মনোভাবের মধ্যে দিয়ে সমাজ বাস্তবতার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বিড়ালের মতে, ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও দরিদ্রের দিকে মুখ তুলে তাকায় না। ফলে দরিদ্ররা হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে এবং বাধ্য হচ্ছে চুরি করতে। বস্তুত বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীতে শোষিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও মর্মবেদনা বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আফসার দরিদ্রতার সাথে জীবনযাপন করে, দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে তার পা দুটো হারানোর পর তাকে একা রেখে পরিবারের অন্য সদস্যরা চলে যায়। তার বাড়ির পাশে বহুতল ভবন নির্মাণ দেখে সে ক্ষোভ প্রকাশ করে। কেননা এতে তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না।

আলোচ্য রচনা এবং উদ্দীপকে সমাজের অবহেলিত শোষিত মানুষের মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তা যদি অল্প কিছু মানুষের মধ্যে কুক্ষিগত থাকে, তাহলে সে সম্পদ দিয়ে দরিদ্রের কোনো লাভ হয় না। ধনীরা প্রতিনিয়ত ধন সঞ্চয় করে সমাজের উন্নতি বিধান করে। অন্যদিকে দরিদ্ররা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়। সে কারণে সমাজের উন্নতি তথা ধনীর ধনবৃদ্ধি হলেও দরিদ্ররা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিতই থাকে। তাই এমন উন্নতি তাদের কোনো কাজে আসে না। সুতরাং সমাজের উন্নতি যদি ধনীদের ধনবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা অনর্থক। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য উক্তিটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৬ এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যা ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. কমলাকান্ত মার্জারীকে মারতে গিয়ে অনেক অনুসন্ধানে কী পেল? ১

খ. চোর অপেক্ষা ধনী শতগুণ দোষী কেন?— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার সাথে কীভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের মূলভাব 'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত চুরির পক্ষের যুক্তির বিপরীত।' মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কমলাকান্ত মার্জারীকে মারতে গিয়ে অনেক অনুসন্ধানে একটি ভগ্ন যষ্টি পেল।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিড়াল' রচনায় একটি বিড়ালের ভাষ্যে লেখক বলতে চেয়েছেন ধনীর দোষেই দরিদ্ররা চোর হয়। দরিদ্র বঞ্চিত হয়ে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাতে পারে না বলেই চুরি করে। যদি ধনী ব্যক্তি কার্পণ্য না করে দরিদ্রকে বিলিয়ে দিত তাহলে দরিদ্র ব্যক্তি চুরি করত না।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে এই জগতে যার যত বেশি আছে, সেই তত চায়। রাজা কাঙালের ধন চুরি করে। কাঙালের কিছুই নেই অথচ রাজার থাকা সত্ত্বেও কাঙালের ধন চুরি করে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বলা হয়েছে যার বেশি আছে সেই লোভের দরুন চুরি করছে। কিন্তু আলোচ্য রচনায় বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে যার নেই সে অভাবের দরুন চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ চুরির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে চোরের পরিচয় বর্ণনায় উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল চুরির পক্ষে আত্মরক্ষামূলক যুক্তি দিয়েছিল, যার বিপরীত বক্তব্য উদ্দীপকের মূলভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালটি কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করে খেয়ে ফেলে। এরপর কমলাকান্তের সাথে নিজের কৃতকর্ম নিয়ে যুক্তিবাদী আলোচনায় দেখা যায় সুতার্কিক বিড়ালটিকে। বিড়ালটি পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত ও দলিতদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করে তাদের চোর হওয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে প্রচুর থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে ধনীরা চুরি করে। বঞ্চিতদের বঞ্চিত করে নিজেদের সম্পদ বাড়াতেই ধনীরা চুরি করে। কিন্তু আলোচ্য রচনা বলছে ধনীরা বঞ্চিতদের আরো বঞ্চিত করছে বলেই বঞ্চিতরা চোর হচ্ছে। বঞ্চিতরা ন্যায্য প্রাপ্য পেলে চুরি করত না।

আলোচ্য রচনায় বিড়ালটি কমলাকান্তকে বলছে লোকজন নিজেদের উচ্ছিষ্ট খাবার বিড়ালকে দিলেই বিড়ালের খিধে দূর হয়। লোকজন উচ্ছিষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলে দেয়, কিন্তু বিড়ালকে দেয় না। তাই বিড়াল চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। একইভাবে সমাজের বঞ্চিতরা নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য পায় না বলেই চুরি করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ধনীদের জন্য দরিদ্ররা চোর হচ্ছে কিন্তু উদ্দীপক বলছে দরিদ্রকে ঠকিয়ে তার সম্পদ চুরি করে ধনীরা আরো ধনী হতে চায়। তাই ধনীরা মূলত চোর। উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনায় বিশ্লেষণ করলে পাই, উদ্দীপকের মূলভাব 'বিড়াল' রচনায় বর্ণিত চুরির পক্ষের যুক্তির বিপরীত— মন্তব্যটি অকাট্য সত্য।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মসজিদে কাল শিরনি আছিল-অঢেল গোস্তরুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা, ভ্যালা হলো দেখি লেঠা
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?
ভুখারি কহিল 'না, বাবা!' মোল্লা হাঁকিল-তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি? ১

খ. 'খাইতে দাও-নহিলে চুরি করিব'- বিড়ালের এমন মন্তব্যের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের মুসাফিরের সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? বিচার করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার মূলভাবকে কতটুকু ধারণ করে? তোমার মতামত জানাও। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'।

https://teachingbd24.com

খ 'খাইতে দাও— নহিলে চুরি করিব'- বিড়ালের এমন মন্তব্যের কারণ সমাজের ধনীদের দ্বারা গরিবের অধিকার বঞ্চনা।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র, অসহায় তাদের প্রায়শই অনাহারে দিন কাটাতে হয়। অথচ তাদের এই অবস্থা দেখে কেউ সমব্যথী হয় না, তাদের দিকে ফিরে তাকায় না, এমনকি তাদের প্রতি সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দেয় না। তাই কখনো কখনো তারা চুরির মতো হীন কাজ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ধনীর কৃপণতাই দরিদ্রকে চুরি করতে বাধ্য করে। তাই সমাজের ধনীদের দ্বারা গরিবের এমন অধিকার বঞ্চনাই বিড়াল কর্তৃক আলোচ্য মন্তব্যটির কারণ।

গ উদ্দীপকের মুসাফিরের সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার বিড়াল চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের বক্তব্যে ধনিক শ্রেণি কর্তৃক সমাজের দরিদ্রদের বঞ্চনার চিত্র উঠে এসেছে। বিড়াল কমলাকান্তের জন্য রেখে দেওয়া দুধ পান করেছে। কমলাকান্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিড়ালকে মারতে গেলে সে বলে, মানুষেরা তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার ক্ষুধার্তকে না দিয়ে নর্দমায় ফেলে দেয়। যারা অসহায় তাদের খোঁজ তারা রাখে না। কিন্তু যারা বিত্তশালী তাদের সামান্য কষ্টেও তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। অথচ বিড়ালের মতো যারা ক্ষুধার্ত তাদের কেউ খাবার দিতে চায় না।

উদ্দীপকের মুসাফির সাত দিন ধরে অভুক্ত। তিনি মসজিদে গিয়ে মোল্লার কাছে খাবার চাইলে মোল্লা নামাজ না পড়ার অজুহাতে তাকে তাড়িয়ে দেয়। মোল্লা গোশ্‌ত-রুটি নিয়ে মসজিদে তালা দেয়। আবার বিড়াল রচনায়ও আমরা ধনীদের কর্তৃক দরিদ্রদের বঞ্চিত করতে দেখি। ধনীর সামান্য কষ্টে তারা ব্যতিব্যস্ত হলেও বিড়ালের মতো যারা ক্ষুধার্ত তাদের কেউ খাবার দিতে চায় না। উদ্দীপকের মোল্লাও তেমনি ক্ষুধার্তকে খাবার দিতে চায়নি। সুতরাং উদ্দীপকের মুসাফির চরিত্রের সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার বিড়াল চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার আংশিক ভাব ধারণ করে বলে আমি মনে করি।

'বিড়াল' প্রবন্ধে রসাত্মক ও ব্যঙ্গাধমী বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক সাম্যবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। বিড়াল কমলাকান্তের জন্য রেখে দেওয়া দুধ চুরি করে খায়। বিড়াল এ চুরি সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে যুক্তি দেয় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের উচ্চ শ্রেণি প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। অন্যদিকে গরিব-অসহায়েরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে চরম মানবেতর জীবনযাপন করে। ধনীরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না, কিন্তু বিত্তশালীদের জন্য ঠিকই কষ্টবোধ করে। প্রবন্ধের এই বিষয় উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয় না।

উদ্দীপকের মুসাফির সাত দিন ধরে অভুক্ত। মসজিদে গিয়ে মোল্লার কাছে খাবার চাইলে মোল্লা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় এবং শিরনির গোশ্‌ত-রুটি নিয়ে মসজিদে তালা দেয়। এতে মোল্লার স্বার্থপরতা ও নির্দয়তার দিকটি প্রকাশ পায়। এটি 'বিড়াল' রচনার কেবল একটি মাত্র দিক, সার্বিক দিক নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মোল্লা ও মুসাফিরের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ও স্বার্থপরতার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যকার শ্রেণিবৈষম্যের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্রেণিবৈষম্যের রূপটি কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র পৃথিবীর শোষক-শোষিতের সম্পর্ক প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ, উদ্দীপকে কেবল মোল্লার স্বার্থপরতা ও নির্দয়তার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, যা বিড়াল প্রবন্ধের একটিমাত্র দিক। উক্ত বিষয় ছাড়াও প্রবন্ধে আরও অনেক বিষয়, তত্ত্ব ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তাই উদ্দীপকটি 'বিড়াল' রচনার মূলভাবটি আংশিকভাবে ধারণ করেছে, সম্পূর্ণ নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মদন সরকার নিজে অভাবগ্রস্ত থাকলেও অন্যের অভাব মেটানো এবং গরিবদের দুঃখ মোচনের ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল সব সময়ই প্রশংসনীয়। গ্রামের কৃপণ অথচ ধনীর মানসিকতা পরিবর্তনে সে গ্রামের তরুণদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করল। সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে গরিবদের স্বাবলম্বী করা। ধনী পরিবারগুলো এতে সাড়া না দেওয়ায় গ্রামে চুরির সংখ্যা বেড়ে গেল।

[সরকারি কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ ∎ প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. 'বিড়াল' রচনায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুর নাম কী? ১

খ. 'অধর্ম চোরের নহে— চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত মদন সরকারের কর্মপরিকল্পনা এবং 'বিড়াল' নিবন্ধের বিড়ালের বক্তব্য একই'— তুলনামূলক বিচার করো। ৩

ঘ. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ-দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না', 'বিড়াল' নিবন্ধের এই বক্তব্য উদ্দীপকের আলোকে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিড়াল' রচনায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুর নাম 'মঙ্গলা'।

খ সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে অন্নাভাবে, অর্থাভাবে অনেকে চুরি করতে বাধ্য হয়।

চুরি করা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধ। যার জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। কিন্তু চোরের এই চুরি করার দায় সমাজের কৃপণ ধনীর ওপরও অনেকখানি বর্তায়। দরিদ্র শ্রেণির মানুষরা দিন অন্তে খাদ্যের কষ্টে ভোগে। অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কৃপণ ধনীরা তাদের অর্থ বা খাদ্য দিয়ে সহায়তা করে না বলে তাদের অনেকেই জীবন বাঁচাতে চুরির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাই এই চুরির দায়, চোরের সাথে সাথে কৃপণ ধনীর ওপরও বর্তায় বলে গল্পের বিড়ালের অভিমত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মদন সরকারের ব্যর্থ পরিকল্পনার সাথে 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের বক্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য রচনার বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর বঞ্চিত, নিষ্পেষিত মানুষের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। দরিদ্র্যের দুরবস্থা ও কষ্টের কথা ব্যক্ত করেছে বিড়ালটি। এজন্য সে সমাজের বিত্তবান শ্রেণির মানুষের দায় থাকার কথাও বলেন। কৃপণ ধনী মানুষদের অসহযোগিতাই দরিদ্র শ্রেণির চৌর্যবৃত্তিতে জড়ানোর জন্য দায়ী বলে মনে করে বিড়ালটি।

উদ্দীপকের মদন সরকার নিজে অভাবগ্রস্ত থাকলেও দরিদ্রের দুঃখ মোচনে ভূমিকা রাখে। গ্রামের কৃপণ ধনীদের মানসিকতা পরিবর্তনে সে তরুণদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে। গ্রামের বিত্তবান মানুষদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে গরিবদের স্বাবলম্বী করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ধনী পরিবারগুলো এতে সাড়া না দিলে গ্রামের দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত মানুষদের অনেকেই চুরি করতে শুরু করে। ধনীর আর্থিক অসহযোগিতার দরুন দরিদ্রের চুরির সাথে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে 'বিড়াল' প্রবন্ধে। দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি বিড়ালটি খাবারের অভাবেই কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করে খেতে বাধ্য হয়েছিল। কৃপণ ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি কমলাকান্ত যদি বিড়ালের জন্য কিছু খাবার নিজে থেকেই বরাদ্দ রাখত তাহলে বিড়ালকে আর চুরি করতে হতো না। এভাবেই মদন সরকার ও বিড়ালের বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়বস্তুতে আলোচ্য মন্তব্যের ভাবটি ফুটে ওঠেনি।

'বিড়াল' রচনার বিড়ালটি সমাজের দরিদ্র, শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। তার কণ্ঠে বর্ণিত হয়েছে বঞ্চিত শ্রেণির দুর্দশার কথা। একইসাথে ফুটে উঠেছে এর পেছনে দায়ী থাকা সেই ধনী শ্রেণির অসহযোগিতার কথা।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের মদন সরকার গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে দরিদ্র শ্রেণিকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ হাতে নেয়। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা এই উদ্যোগে সাড়া দেয় না। ফলে একপর্যায়ে গ্রামে চুরির সংখ্যা বেড়ে যায়। এদিকে আলোচ্য রচনায়ও বলা হয়েছে ধনীর সাহায্যের অভাবে ক্ষুধার্ত, দরিদ্র শ্রেণির চৌর্যবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি। একইসাথে বলা হয়েছে, যার আছে তাকে আরও বেশি দেয়ার প্রসঙ্গটি।

'বিড়াল' রচনায় বিড়াল মানুষের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে রোগ বলে অভিহিত করেছে। আর তা হলো যার কিছু নেই তাকে সাহায্য না করে যার সবকিছু আছে তাকে আরও বেশি দেয়ার প্রবণতা। ক্ষুধার্ত, দরিদ্র মানুষকে কেউ খাদ্য দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে আসে না। অথচ ব্যক্তিস্বার্থের আশায় ধনী, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য মহাভোজের আয়োজন করতে কারও আপত্তি নেই। মানুষের এই আচরণই দরিদ্র শ্রেণির সীমাহীন দুর্ভোগের কারণ। উদ্দীপকে কৃপণ ধনীর দরিদ্রের প্রতি অসহযোগিতামূলক আচরণ ফুটে উঠলেও উপর্যুক্ত বিষয়টি তাতে আলোচিত হয়নি। তাই আলোচ্য মন্তব্যটি উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিযুক্ত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ শাকিলা একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে। সে এক ধনী ব্যবসায়ীর বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করে। দিন-রাত কাজ করলেও খাওয়ার সময় তার ভাগ্যে জোটে উচ্ছিষ্ট সামান্য খাবার। ক্ষুধার জ্বালায় তাই একদিন সে চুরি করে একমুঠো ভাত খায়। এ অপরাধে গৃহকর্ত্রী তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. নেপোলিয়নের পুরো নাম কী? ১

খ. বিড়ালের মতে চোর কেন চুরি করে? ২

গ. শাকিলা ও বিড়ালের জীবন কোন দিক থেকে বিপন্ন? 'বিড়াল' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শাকিলার কাজ নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী'— প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নেপোলিয়নের পুরো নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

খ বেড়ালের মতে, খেতে না পেয়ে চোর চুরি করে।

'বিড়াল' শীর্ষক ব্যঙ্গধর্মী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দরিদ্র, নিষ্পেষিত ও শোষিত মানুষের বঞ্চনা ও অধিকারের কথা বিড়ালের জবানীতে তুলে ধরেছেন। বেড়ালের মতে, চোর ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করতে বাধ্য হয়। তার এই চুরির জন্য সে একা দায়ী নয়। সমাজের ধনিক ও উঁচু শ্রেণির মানুষরাও পরোক্ষভাবে এর জন্য দায়ী। চোরের যদি দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটতো, থাকা পরার অভাব না থাকতো, তবে সে চুরি করতো না। কিংবা সমাজের ধনী শ্রেণি যদি তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য ও অর্থ নিয়ে দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়াতো তবেও চোর চুরি করতো না। তাই অভাবের তাড়নায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই চোর চুরি করে।

গ ধনিক শ্রেণির অপচয় ও দান না করার কারণে দরিদ্র খেতে পায় না- এই দিক দিয়ে শাকিলা ও বেড়ালের জীবন বিপন্ন।

প্রবন্ধের বেড়াল ক্ষুধার তাড়নায় কমলাকান্তের জন্য বরাদ্দ দুধটুকু খেয়ে ফেলে। কমলাকান্ত এ অপরাধে বেড়ালকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং চুরির শাস্তিবিধান করার জন্য বেড়ালকে লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হন। চুরির মতো এই গর্হিত কাজ বাধ্য হয়েই করেছে বলে বেড়াল যুক্তি দেখায়। বেড়ালের ভাষ্য মতে, এই অধর্ম সে পেটের তাগিদেই করেছে। ধনী মানুষ যদি তাদের অপ্রয়োজনী ধন-সম্পদ তার মতো অনাহারী দরিদ্র শ্রেণিকে বিলিয়ে দিতো, তবে সে কিছুতেই চুরি করতো না। বেড়ালের অকাট্য যুক্তি, 'অধর্ম চোরের নহে- চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর'।

গল্পের বেড়ালের মতো উদ্দীপকের শাকিলাও পেটের তাগিদে চুরি করে। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও তার জন্য উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছুই বরাদ্দ থাকে না। প্রবন্ধে বেড়ালের দুধ চুরির মতো ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে সেও দুমুঠো ভাত চুরি করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি চরিতার্থ করে। এই অপরাধে গৃহকর্ত্রী তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। শাস্তিস্বরূপ তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। শাকিলার জীবনও গল্পের বেড়ালের মতো বিপন্ন। তাই, মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতা ও শাস্তিভোগের দিক থেকে শাকিলা ও বেড়ালের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ঘ ভাত চুরি করেছে বিধায় শাকিলার কাজ নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী।

প্রাণী মাত্রই কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণ করে জীবন ধারণ করে। ক্ষুধা এমনই এক মৌলিক চাহিদা। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই ক্ষুধার চাহিদা মেটাতে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। উভয়ই সমানভাবে ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু সম্পদশালীদের অতি বিলাসিতা ও কার্পণ্যের কারণে সমাজের দরিদ্র শ্রেণি এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রবন্ধের বিড়াল সামাজের বঞ্চিত, শোষিত দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। পেটের তাড়নার সে বাধ্য হয়ে দুধ চুরি করেছে। সে যতই যুক্তি দেখাক না কেন সামাজের দৃষ্টিতে সে চোর হিসেবে চিহ্নিত এবং তার এই চৌর্যবৃত্তি নীতিহীন ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হিসেবে পরিগণিত।

উদ্দীপকের শাকিলা দরিদ্র। জীবন ধারণের জন্য তাকে গৃহকর্মীর কাজ করতে হয়। উদয়াস্ত সে হাড়ভাঙা খাটুনি করে। ধনিক শ্রেণির শোষণ ও বঞ্চনার শিকার সে। এতো পরিশ্রমের পর তার দুবেলা দুমুঠো ভালো খাবার জোটে না। তাকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে দেওয়া হয়। অনাহার-অর্ধাহারে তার জীবন অতিবাহিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় সে ভাত চুরি করে খেলে সামাজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। সে যে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করেছে- এই বিষয়টি অন্ধ সমাজের চোখ এড়িয়ে যায়। সমাজ তাকে চুরির মতো নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী কাজ করার জন্য শাস্তি দেয়।

উদ্দীপকের শাকিলা 'বিড়াল' প্রবন্ধের বেড়ালের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। উভয়ে দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণির প্রতিভূ। উভয়ই ক্ষুৎপীড়িত। ক্ষুধার জ্বালায় উভয়ই বাধ্য হয়ে চুরি করেছে। প্রবন্ধে বেড়াল যেখানে কমলাকান্তের দুধ চুরি করেছে, সেখানে উদ্দীপকের শাকিলা গৃহকর্তার ভাত চুরি করেছে। এই চুরির মতো অধর্ম সংঘটনের পেছনে কেবল তারাই দায়ী নয়। তারা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হলেও সমাজের ধনিক শ্রেণির মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ অর্জন ও গরিবকে দান না-করা এই চুরির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু সমাজের কাছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষুধার জ্বালাই হোক আর স্বভাব দোষেই হোক- সামাজের দৃষ্টিতে তারা ঘৃণ্য চোর হিসেবে বিবেচিত। তাই চুরি করে শাকিলা ও বেড়াল উভয়ই নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচার বিরোধী কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ "মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে ঐকতান
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!"

[ফরিয়াদ-কাজী নজরুল ইসলাম] *[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? ১

খ. "তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' রচনার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক এবং 'বিড়াল' প্রবন্ধের আলোকে নিপীড়িত সমাজের চিত্র উন্মোচন করো। ৪

https://teachingbd24.com

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়।

খ যার যত ক্ষমতা, সে যদি তত ধন সঞ্চয় করতে না পারে, তাহলে সমাজের ধন বৃদ্ধি হবে না মনে করে কমলাকান্ত আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

'বিড়াল' রচনায় লেখক বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক কথা শুনে অনেকটা পরাজিত মনোভাব নিয়ে বলেন, যদি যার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করতে না পারে, অথবা সঞ্চয় করে চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করতে না পারে, তবে কেউ আর ধন সঞ্চয়ে যত্নবান হবে না। তাতে সমাজের ধনবৃদ্ধিও হবে না। মূলত সমাজের ধনিকশ্রেণির পক্ষ সমর্থন করতেই কথাগুলো বলেছিল কমলাকান্ত।

গ উদ্দীপকে 'বিড়াল' রচনার নিপীড়িত-বঞ্চিতদের অধিকার-সচেতনতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য রয়েছে। এ কারণে ধনীরা দিন দিন সম্পদশালী হচ্ছে আর গরিবরা অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বঞ্চিতদের অধিকার-সচেতন করে তুলে মানবিক জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনায়।

উদ্দীপকে নিপীড়িতপ্রাণ মানুষদের মুক্তির কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়েছে। তারা বিশ্বের বুকে সার্বিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য নব অভিযানের জয়গান গাইছে। এমন মুক্তি ও অধিকার আদায়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের কণ্ঠে। প্রাণী হিসেবে মানুষের মতো বিড়ালেরও ক্ষুৎপিপাসা আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণী বলে কেউ তার জীবনের মূল্য দেয় না। বেঁচে থাকার মতো খাবার সে পায় না। তাই সে তার অধিকার আদায়ের জন্য যৌক্তিক ও জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে। তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে অধিকারহারা মানুষের সাহসী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে অধিকারহারা, বঞ্চিত, শোষিত শ্রেণির মুক্তির নব অভিযানের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনায়।

ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে এক শ্রেণির মানুষ চিরকাল নিপীড়িত হয়ে আসছে।

দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা তাদের জীবন ও শ্রমের মূল্যায়ন পায় না। যার কারণে তারা অধিকার আদায়ের জন্য একসময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমন চেতনা প্রকাশিত হয়েছে 'বিড়াল' রচনায়।

উদ্দীপকে নিপীড়িত শ্রেণির মানুষদের মুক্তির ঐকতান উচ্চারিত হয়েছে। পরাধীনতা নয়, তারা বিশ্বে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। মুক্তকণ্ঠে নিপীড়িত মানুষদের নব অভিযান ও নব উত্থানের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকে। 'বিড়াল' রচনায়ও বিড়ালের জবানিতে নিপীড়িত সমাজের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিড়াল ধনীদের উদ্দেশ্যে বলেছে, 'এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মাংস— সবই তোমরা খাবে। আমরা কিছু পাব না? তোমাদের মতো আমাদেরও ক্ষুৎপিপাসা আছে। কিন্তু আমরা কি কেবল না খেয়ে মারা যাব। আমাদের কি বাঁচার কোনো অধিকার নেই।' এভাবে পরোক্ষভাবে 'বিড়াল' রচনায় নিপীড়িত সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী মানসিকতায় 'বিড়াল' রচনায় লেখক আমাদের বৈষম্যবাদী সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অধিকার প্রদানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একশ্রেণির মানুষ কেবল সম্পদের পাহাড় গড়বে, আর একশ্রেণির মানুষ নিরন্নভাবে মানবেতর জীবনযাপন করবে, এমন বৈষম্যের অবসান কামনা করে উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনায় নিপীড়িত শ্রেণির জাগরণ ও জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। তাই নিপীড়িত সমাজের চিত্র উন্মোচনের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনাটি বাস্তবধর্মী ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২১ মধুর সিঁদ কাটিবার বিশেষ দরকার ছিল। গত বৈশাখ মাসে রসুলপুরের মেলায় পুলিশের লাইসেন্স লইয়া বালা খেলার ব্যবস্থা করিয়া সে কিছু টাকা পাইয়া ছিল। তারপর এ পর্যন্ত তাহার আর কোনো উপার্জন হয় নাই। উপার্জনের চেষ্টাও অবশ্য সে করে নাই। হাতের টাকা একেবারে শেষ না হইয়া গেলে রোজগারের দিকে মধু নজর দিতে পারে না। এমনিভাবে সে এতকাল কাটাইয়াছে। এই তাহার স্বভাব। বছরের কয়েকটা মাস তাহার বেশ সুখেই কাটিয়া যায়। বাকি মাসগুলো অভাবের পীড়নে তাহার ও কাদুর কষ্টের সীমা থাকে না। একেবারে অচল হইয়া পড়ার আগে মধু সহসা আবার কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলে। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কমলাকান্ত বিড়ালকে 'পতিত আত্মা' বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মধু ও 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের চৌর্যবৃত্তির তুলনা করো। ৩

ঘ. জীবিকার জন্য মধু ও বিড়ালের চুরি করাকে তুমি সমর্থন কর কি? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ স্বল্পপরিমাণ।

খ বিড়াল ক্ষুধার জ্বালায় পাপ কাজেও পিছপা হয় না বলে কমলাকান্ত বিড়ালকে 'পতিত আত্মা' বলেছে।

সাধারণত মানুষের নৈতিক অধঃপতনকে পতিত আত্মা বোঝানো হয়। বিড়াল পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের খাবার চুরি করে। সেই অপরাধে নির্যাতনের শিকার হয়েও সে চুরির পক্ষেই সাফাই গায়। এ কারণে কমলাকান্ত বিড়ালকে পতিত আত্মা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

গ উদ্দীপকের মধু ও 'বিড়াল' রচনার বিড়ালের চৌর্যবৃত্তিতে সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

'বিড়াল' রচনার বিড়াল চৌর্যবৃত্তি করলেও এর পেছনে রয়েছে তার ক্ষুরধার যুক্তি। সে বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে স্বভাবের দোষে নয়, অভাবের তাড়নায় চুরি করে। কিন্তু উদ্দীপকের মধু স্বভাবগতভাবেই চৌর্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত।

উদ্দীপকের মধুর চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। তার যখন অভাব দেখা দেয় তখনই সে চুরিতে নামে। চুরি করে যা উপার্জন করে তা নিয়ে প্রয়োজন মেটায়। একবার যা পায় তা শেষ হবার আগ পর্যন্ত সে আর উপার্জনে নামে না। সে সিঁদ কেটে উপার্জন করে। তার এমন উপার্জন স্বভাবগত। 'বিড়াল' রচনার বিড়ালও কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ চুরি করে খায়। তবে বিড়াল উদ্দীপকের মধুর মতো পেশাগত চোর নয়। বিড়ালটি মনে করে, এটা তার প্রাপ্য অধিকার না পাওয়ার ফল। ধনী যদি দরিদ্রকে তার প্রাপ্য দিত তাহলে সে চোর হতো না। ধনীরাই গরিবকে চোর হতে বাধ্য করে। কমলাকান্তকে বিড়ালটি বুঝিয়ে দেয় সে যদি চুরি করে অপরাধ করে থাকে তবে কমলাকান্তও কম অপরাধী নয়। কারণ বিড়াল তার প্রয়োজন পূরণে কমলাকান্তের মতো মানুষের মুখাপেক্ষী। কিন্তু যখন তারা সে প্রয়োজন না মিটিয়ে নিজেরা ক্ষুধা নিবারণ করে তখন বিড়ালের মতো বঞ্চিত, অভুক্তদের চুরি করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। বিড়ালের এই চেতনা উদ্দীপকের মধুর মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি।

https://teachingbd24.com

ঘ জীবিকার জন্য মধু ও বিড়ালের চুরি করাকে সমর্থন করা যায় না।

'বিড়াল' রচনায় অভাবের তাড়নায় বিড়াল চুরি করে। উদ্দীপকের মধুও চুরি করেই জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের উভয়ের এ চৌর্যবৃত্তি আত্মসম্মানহানিকর ও অকর্মণ্য চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ করে বিধায় তা অগ্রহণযোগ্য। উদ্দীপকের মধু স্বভাবগতভাবেই চোর। সে শারীরিকভাবে অক্ষম বা পঙ্গু নয়। পরিশ্রম করে উপার্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সিঁদ কেটে উপার্জন করে। এছাড়াও পুলিশের সহায়তায় বালা খেলা দিয়ে সে অর্থ কামাই করে। এটাও এক ধরনের চুরি। অথচ এসব ছেড়ে সে যদি কাজ করে উপার্জন মনোযোগী হতো তাহলে সমাজে সে ভালো মানুষ হিসেবেই বিবেচিত হতো। কারণ চুরি একটি অসম্মানজনক ও গর্হিত কাজ।

'বিড়াল' রচনায় বিড়াল তার চুরির সপক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করে। সে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে চৌর্যবৃত্তির পক্ষে সাফাই গায়। সমাজে যারা অধিকারবঞ্চিত তারা প্রয়োজনের তাগিদেই চুরি করে থাকে বলে সে মত দেয়। তার মতে, যারা ধনী তারা যদি গরিবের প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে সমাজে আর বৈষম্য থাকে না। গরিবরা অভাবের তাড়নেই চুরি করে থাকে। এজন্য তাদের যদি কোনো শাস্তি দিতে হয়, তবে সমান অপরাধে ধনীদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত। কারণ ধনীদের কারণেই চুরির মতো অধর্ম সৃষ্টি হয়। বিড়ালের এ যুক্তি চুরির মতো একটি ঘৃণিত কাজকে উৎসাহিত করে। যা সমাজের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারে না। যারা গরিব বা অসহায় তারা ধনীর ধনের দিকে না তাকিয়ে পরিশ্রমী হলে তাদেরও ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। পরিশ্রম ও কাজের মাধ্যমে তারা যদি সৌভাগ্যবান হয় তখন আর তাদের অভাব থাকবে না। কিন্তু সে কাজটি না করে অন্যের ধন চুরি করা সমীচীন নয়। অপরের সম্পদ আছে বলে সেদিকে উন্মুখ থাকা আত্মসম্মানের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান। 'বিড়াল' রচনার বিড়াল ও উদ্দীপকের মধু সেই অসম্মানের কাজটি বলে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ২২ অকাল বিধবা মিথিলার কষ্টের সংসার। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে একবেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে তার দিন কাটে। বাড়িতে বাড়িতে কাজ করাই তার রোজগারের একমাত্র উপায়। কিন্তু এত অল্প আয়ে তার সংসার চলে না। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে বিভিন্ন বাড়ি থেকে তৈল, লবণ, সবজি চুরি করতে হয়। চুরি করার কারণে এখন আর কেউ তাকে কাজে নিতে চায় না। দুই সন্তান নিয়ে সে যেন অথৈ সাগরে এসে পড়েছে, পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? ১

খ. 'তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে?'— লাইনটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?— তা তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'মিথিলার কাজ নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী'— উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধ অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খ অন্ন না পাওয়ার ক্ষোভে ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর হয়ে 'বিড়াল' আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

তখন বিড়ালটি ভয় না পেয়ে ফিরে দাঁড়ালে কমলাকান্তের মনে সাম্যচেতনা জাগ্রত হয়। কমলাকান্ত যেন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে বিড়ালের ক্ষোভের কথা শুনতে পান। বিড়াল যেন বলছে, তোমরা তো ক্ষুধার্ত নও, 'তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে?' এখানে বিড়ালের এ উক্তিতে একটি অর্থনৈতিক বৈষম্যপূর্ণ সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'বিড়াল' রচনায় কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ খেয়ে ফেলার অপরাধে তিনি মার্জারীকে লাঠিপিঠা করতে উদ্যত হন।

গ উদ্দীপকে 'বিড়াল' রচনায় বিধৃত সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে অসহায়-বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবন-যন্ত্রণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

আমাদের সমাজে ধনী-দরিদ্র দুটি শ্রেণির বসবাস। ধনীরা গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ায় অনেক সময় দরিদ্ররা অবৈধ পথে পা বাড়াতে উদ্যত হয় এবং ধরা পড়ে শাস্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু ধনীরা গরিবদের প্রতি দয়াবান হলে সমাজ এমন অপ্রীতিকর হয়ে উঠত না। এ দিকটি উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনায় প্রতীকায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকে বিধবা মিথিলা ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়। বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে সামান্য আয়ে সংসার চলে না বিধায় সে সামান্য পরিমাণে চুরি করতে উদ্যত হওয়ায় কেউ আর তাকে কাজে নিতে চায় না। এমন করুণ পরিস্থিতিতে সে দুই সন্তান নিয়ে যেন অথৈ সাগরে পড়ে গিয়েছে। 'বিড়াল' রচনায়ও বিড়াল দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থাকায় লেখকের দুধ চুরি করে খেলে কমলাকান্ত তাকে লাঠি মেরে শাস্তি দিতে চায়। যদি বিধবা মিথিলা ও বিড়াল সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা পেত, তাহলে তাদের জীবন এত সংকটাপন্ন হতো না এবং তারা চুরির মতো গর্হিত কাজেও উদ্যত হতো না। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে অসহায়-দরিদ্রদের নির্মম জীবনচিত্রের দিকটি উদ্দীপক ও 'বিড়াল' রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'মিথিলার কাজ নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী'— মন্তব্যটি 'বিড়াল' রচনার আলোকে যথার্থ নয়।

'বিড়াল' রচনায় লেখক বিড়ালের সঙ্গে কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি চুরির অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে ধনীর কৃপণতা এবং বঞ্চিতজনের ক্ষুধার তাড়নাকে দায়ী করেছেন। এ দুটো দিক বিবেচনায় এনে চৌর্যবৃত্তির বিষয়টিকে তিনি মানবিক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

উদ্দীপকে মিথিলা বিধবা হওয়ার কারণে তাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। এজন্য সে অন্যের বাড়িতে কাজ নেয়। কিন্তু সামান্য আয়ে সংসার চলে না বলে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। এ কারণে কেউ আর তাকে কাজে নেয় না। তার এ চৌর্যবৃত্তি নীতিবিরুদ্ধ হলেও 'বিড়াল' রচনার আলোকে সহানুভূতির দাবি রাখে।

'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের অনুযোগের মধ্য দিয়ে লেখক চৌর্যবৃত্তির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করেছেন, যেখানে ক্ষুধা-দারিদ্র্যই চুরির মূল কারণ। আর এ দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে তিনি দায়ী করেছেন বিত্তবানদের, যারা দরিদ্রের ধন কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, অথচ অভুক্তকে সামান্য অন্নদান করতেও কুণ্ঠিত বোধ করে। কমলাকান্তের মতে, এরা চোরের চেয়ে বড়ো অপরাধী। কমলাকান্তের এই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মিথিলাকে অপরাধী না বলে অপরাধী বলতে হয় সেই সমাজকে, যে সমাজ তাকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যে মিথিলার কর্মকাণ্ডকে নীতি ও ধর্মাচারের নিরিখে যাচাই করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য রচনায় চৌর্যবৃত্তির দিকটিকে মানবিক সহানুভূতির ভিত্তিতে বিচার করা হয়েছে। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে মিথিলার কাজকে নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী বলা গেলেও 'বিড়াল' রচনার মর্মার্থের আলোকে তা বলা যায় না।

https://teachingbd24.com